

ଫୁଲ ପଦ୍ମ

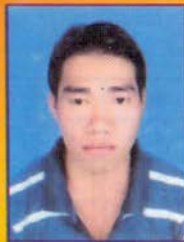
ଫର ପଦ୍ମ (Phor Pod)



କାହାଣୀ: ଝିଅଙ୍କ ଧର୍ମ



বিপন চাকমা



প্রিয়জ্যোতি চাকমা



মায়না চাকমা



উপান্ত চাকমা



কাজলা চাকমা



পিংকি চাকমা



দেবশান্তি চাকমা



অমর জিং চাকমা



মেরিন চাকমা



মতিলাল চাকমা



সবিতা চাকমা



কল্প রঞ্জন চাকমা



মেনশন চাকমা



মিরনা চাকমা



নিরন চাকমা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা

সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

(পহর পদ) Phor pod

১ম বর্ষ ১সংখ্যা ২০১৩ খ্রি.

ফগোদানায় (প্রকাশনায়)

ফুটোছড়ি হিল ছদগ জুম্ম সংস্কৃতি এগন্তর (সংঘ)
দানোন্তম কঠিন চীবর দানের উদযাপন পরিষদ
মঙ্গল মউন সাধনা কুঠির মউনতলা
বেলকপাড়া, লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

ফগোদাঙ (প্রকাশকাল)

দানোন্তম কঠিন চীবর দানের উদযাপন পরিষদ
১৮/১০/২০১৩ খ্রি.

কাবিদাং (সম্পাদক)

বাবু: নিরন চাকমা

এহুজালায় (সহযোগিতায়)

শ্রীমৎ সুরিয় মিত্র ভিক্টু
মিস এসনি দেওয়ান
মিস মিতালী চাকমা
বাবু: প্রিয়জ্যোতি চাকমা ও দেব শান্তি চাকমা

ঈদযাম নাদাঙজ ও মুখপাতি পৈদানায়:

বাবু : বিপন চাকমা

মৈত্রী বারতা

মৈত্রী মননে পুন্য বরণে মঙ্গল মউণ সাধনা কুঠিরে প্রথম বারের মত শুভ দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব'২০১৩, পবিত্র সংঘসীমা প্রতিষ্ঠা, স্থবির বরণ, আহবক্ষান কর্ম ও মহাশুনসম্পন্ন 'পট্টান পাঠ' সাহিত্য চর্চামূলক আঞ্চলিক সাময়িকীর প্রথম প্রকাশ তথা শুভ উদ্বোধন হচ্ছে, যা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ চাকমা ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কৃষ্টি মিছিলে আনন্দ শেন্নাগান আত্ম উন্নতি, স্বকীয় শ্রেষ্ঠতা, মাথা উচু করে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে আলোকিত পথযাত্রা “পহর পদ” এই মাসলিক কর্মে আমাদের অভিবাদন, জয়:গান এবং শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

সকলের সহযোগিতা ও কর্ম উদ্যোগে আমরা স্মরণ করছি বিনম্র শ্রদ্ধায় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাদের সাধ ও সাধ্যের ব্যবধানে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করছি। পরিশেষে আমাদের মৈত্রী বারতা –

এসো সাধন করি একতা,
পূজা করি সংঘবদ্ধতা।
ধর্মে কর্মে হই সমন্বয়,
একতায় সুখ রয়,
একতার জয় হয়,
একতার জয় হয়।

নির্বাহী সম্পাদকের কিছু কথা

মঙ্গল মউন সাধনা কুঠিরের শুভ দানোত্তম কঠিন চীবর দান, সংঘ সীমা প্রতিষ্ঠা, ২০১৩। এ পবিত্র দিনে আমি সবাইকে বন্দনা, নমস্কার ও মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে ও মহা সমারোহের মধ্য দিয়ে পূণ্যভূমি মঙ্গল মউন সাধনা কুঠিরে প্রথম বারের মত ২০-২১ অক্টোবর ২০১৩ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। উক্ত পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে স্মৃতিময় করে রাখার জন্য একটি পহর পদ ২০১৩ প্রকাশ করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সঙ্কর্ম বিকাশে পরিশীলিত মেধার মাধ্যম হিসেবে প্রকাশনার ভূমিকা অপরিহার্য। অধিকন্তু জগতের মহাপুরুষদের সত্য ও সুন্দরের বাণী প্রচার করা মানব সমাজের কৃষ্টি ও সভ্যতার সমৃদ্ধির সহায়ক। মানবতা, সাম্য ও বিশ্বশান্তির বাণী নিয়ে আর্বিভূত সুখায়ের জন্য কাজ করতে জগৎবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। সে আহবানে সারা দিয়ে সুযোগ্য উত্তরসুরী হিসেবে সর্বজীবের মঙ্গলকামী সাধক ধুতাজব্রত পালনকারী এই কুঠিরে অবস্থান করছেন। তিনি আত্মসংযম এবং স্বীয় কঠোর সাধনাবলে প্রতিষ্ঠিত করে আসছেন জনশূণ্য অরন্যে সুবিশাল প্রতিষ্ঠানে। তার নীতি আদর্শ সকলের নিকট অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয়। বেলকপাড়া মঙ্গল মউন সাধনা কুঠিরে এহেন প্রবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সার্বিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির স্বার্থে সবাইকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই দানোত্তম পূণ্যময় কঠিন চীবর দানের ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রীভাব উদয় হউক এবং বিশ্বে যাতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকে তৎজন্মে আমি তথাগত বুদ্ধ, সদ্য মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় বনভস্মে ও পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের নিকট বিনম্র চিন্তে প্রার্থনা করছি। পরিশেষে আমার অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বেও যদি কোন প্রকার ভুল ত্রুটি থাকে ক্ষমা চোখে দেখার জন্য আপনাদেরকে সাধুবাদ।

শান্তিময় চাকমা

নির্বাহী সম্পাদক

কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন পরিষদ

মঙ্গল মউন সাধনা কুঠির

লক্ষ্মীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

মর কিবু কথা

পাত্তরু তুরু বেগকুনরে জানাঙর মস চিন্ততুন এবং অতাল ইঝি
মনতুন জু জু আ বুগভরণ হোসপানা ।

ফুটোছড়ি হিল ছদগ জুম্ম সংস্কৃতির এগন্তরতুন (সংঘ) এবং মঙ্গল
মউন কঠিন চীবর দানর উদ্যাপনদতুন পহর পধ নাঙে ‘যে’
ঈদপাজেত্রাবো পত্তম ফগদাং গরা অয়ে সে লেঘা লেঘি কামানি
যেদক পারি চেব্‌টা গজ্জ্যা কন ভুল এদি নেই গরিবার, আমি ‘ক’
এগ জন ছাত্রছাত্রীয়ে নেই আলঝি গরি । তোও চেব্‌টা সন্তেও যুনি
কন ভুল এদি থেয় যায় আঝা রাঘেম সিয়ানিদত্যায় আমারে ক্ষেমা
চোঁখে রেনিবা ।

“পিখিমীদ বেগ পরানবলা সুখী অদোক”

সাধু-সাধু-সাধু

কথাভাজ

প্রবন্ধ

- ১। পূজনীয় অহং শ্রীমং সাধনানন্দ মহাশ্ববির বনভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী। - সংগৃহিত।
- ২। পূজনীয় অর্হং শ্রীমং শীলানন্দ শ্ববির ধুতান্ধভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী। -সংগৃহিত।
- ৩। ধুতান্ধ কথা -সংগৃহিত
- ৪। পরাজয়ের কথা -নিরন চাকমা
- ৫। কোকালিক সূত্র -সংগৃহিত
- ৬। মাঘ সূত্র -সংগৃহিত
- ৭। গৃহিদের প্রতি বিধুর পন্ডিতের উপদেশ - সংগৃহিত
- ৮। সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম - সংগৃহিত
- ৯। সপ্ত অপরিহানীয় মূলক ধর্ম - সংগৃহিত
- ১০। ভোগ সম্পত্তি পরিহীনের হেতু - সংগৃহিত
- ১১। চারিপ্রকার মানব - সংগৃহিত
- ১২। কুশলের ফল - সংগৃহিত
- ১৩। মিথ্যা শপথকারীদের ফল - সংগৃহিত
- ১৪। আর্যগণকে যারা নিন্দা করে তাদের পরিণাম - সংগৃহিত

পদ্যাংশ

- ১। ধর্মপথর কথা- কল্পরঞ্জন চাকমা (সংকলনে) (ফুটোছড়ি আদাম)
- ২। পহুর পদ- মিতালী চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৩। পূণ্যগর- মায়না চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৪। পেবং বানা দুঘ- প্রিয়জ্যোতি চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৫। কাম - মেনশন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৬। ঈংজেগারী -মেরিন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৭। ধোয় ফেলেয় মনভূন-সোনাবি চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৮। অমর কথা-বিপন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ৯। নমি হে মহান সাধননন্দ-নিবারণ চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ১০। হায় হায় দূরগতি-কবিরন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ১১। হাক্কন্যা জিংগানী-পিংকি চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ১২। কামর ফল-সবিরতন চাকমা (বেলক্ক আদাম)
- ১৩। সন্ধান-রিপন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ১৪। মার্গজ্ঞান পেনে-এসনি দেওয়ান (মধ্য বর্মাহড়ি)
- ১৫। পাজ নীদি ভাঙাতানার কুফল- ঝিনুক চাকমা (বর্মাহড়ি)
- ১৬। চিদে- কেন্টি চাকমা (ফিস্তি আদাম)
- ১৭। তুরি- সুইন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
- ১৮। আমি বড় ভাগ্যবান- মাসিংসা মারমা (ডাবুয়া, বেতবুনিয়া)
- ১৯। পান তারা সুগকান- রিপুল চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

পূজনীয় অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাহুবির বনভন্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী

গৃহী জীবন

গৃহী নাম : শ্রী রথীন্দ্র চাকমা

পিতার নাম : প্রয়াত হারু মোহন চাকমা

মাতার নাম : প্রয়াত বীরপুদি চাকমা (মিলি)

ভাই-বোন :

প্রয়াত বৈকর্তন চাকমা, মিসেস পদ্মাস্বিনী চাকমা, মি. জহরলাল চাকমা, মি. মনোরঞ্জন চাকমা ও প্রয়াত অমৃকা রঞ্জন চাকমা।

জন্ম : ৮ই জানুয়ারী ১৯২০, বৃহস্পতিবার

জন্মস্থান : মোরঘোনা, ১১৫ মগবান মৌজা, রাঙ্গামাটি।

শিশু, কিশোর ও যৌবন কাল

ছোটবেলা থেকেই সরল, শান্ত, গভীর, ধর্মপ্রাণ, উদাসীন, ভাবুক, প্রখর স্মৃতিশক্তি, অধিকারী, প্রত্যুৎপন্নমতি, পরোপকারী, সাহসী, সত্যবাদী ও সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। বই পড়া যাত্রা দলের কীর্তন নাটক দেখা ও নিরিবিঘ্ন স্থানে একাকী বিচরণ করা- তাঁর প্রধান শখ ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়েও লোকোত্তর বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকায় সেদিকেই তিনি ঝুঁকে পড়েন। তথাগত বুদ্ধের ন্যায় সমাজের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন দুঃখময় ঘটনাবলি দর্শনে দিন দিন তাঁর বৈরাগ্য চেতনা বৃদ্ধি পায়।

১৯৪৩ সালে ২৩ বছর বয়সে পিতার অকাল মৃত্যুতে কিছু দিন রেশম বিক্রির ব্যবসা করেন। পরবর্তীতে পুরাতন রাঙ্গামাটি বাজারস্থ একটি মনোহরী দোকানে চাকরি নেন, যা ছিল তাঁর জীবনের পট পরিবর্তনের সুবর্ণ সময়। এ সময় তিনি প্রচুর বই পড়া ও ধ্যান চর্চার সুযোগ পান এবং তবলছড়ি বাজারের চিকিৎসক গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সাথে পরিচয় হন যার উৎসাহে ও সহায়তায় তিনি ২৯ বছর বয়সে আগারিক জীবন ছেড়ে অনাগরিক জীবনে প্রবেশ করেন।

প্রব্রজ্যা জীবন

শ্রামন্য নাম : শ্রীমৎ রথীন্দ্র শ্রমণ

প্রব্রজ্যা গ্রহণ : মার্চ ১৯৪৯ (শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি)

প্রব্রজ্যা গুরু : ভদন্ত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির, বিএ (চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার)

ধর্মীয় শিক্ষা লাভ ও অরণ্যেগমন

শ্রামণের যাবতীয় শিক্ষা ও নিয়মাবলী অতি অল্প সময়ে শিখে তিনি একদিকে শীল ও সেখিয়া ধর্ম সমূহ পালনে সচেষ্ট ছিলেন, অন্যদিকে ঋদ্ধকব্রত সমূহ পালনেও নিষ্ঠাবান ছিলেন। গুরু থেকেই তিনি বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত অপরিহার্য নিশ্রয় ‘পিন্ডচারণ’-এর মাধ্যমে আহার সংগ্রহ করতেন। ধ্যান সাধনার প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মাসতিনেক পর গুরুর অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে তিনি অরণ্য উদ্দেশ্যে রওনা হন। পশ্চিমধ্যে ‘বেতাগী অরণ্য কুঠির’ ও ‘চিংম্রং বৌদ্ধ বিহার’-এ কয়েক দিন অবস্থান করেন এবং সাধক ভদন্ত আনন্দমিত্র স্থবির ও ভদন্ত উঃ পণ্ডিতা মহাথের’র থেকে লোকোত্তর বিষয়ক জ্ঞান, ধ্যান অনুশীলন পদ্ধতি ও আরণ্যিক অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা নেন। ধ্যান অনুশীলন স্থান খুঁজতে খুঁজতে তিনি নিজ মাতৃভূমিতে এসে নির্জন, ভয়ংকর, স্থাপদ-সংকুল ধনপাতার গভীর অরণ্য নির্বাচন করেন।

মহাপরিনির্বাণ : ৩০ শে জানুয়ারী ২০১২ খ্রি. শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভণ্ডে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

পূজনীয় অর্হৎ শ্রীমৎ শীলানন্দ স্থবির ধূতান্ধভণ্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনী

গৃহী জীবন

গৃহী নাম : শ্রী বিকাশ বড়ুয়া

পিতার নাম : প্রয়াত হেম রঞ্জন বড়ুয়া

মাতার নাম : শ্রীমতি নীলু প্রভা বড়ুয়া

ভাই-বোন : ডা. প্রকাশ চন্দ্র বড়ুয়া (অগ্রজ), শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্সু (অনুজ) ও মিসেস শুক্লা বড়ুয়া (অনুজ)

শুভ জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর-১৯৭৭, ১১ পৌষ-১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, সোমবার, অগ্রাহায়ন পূর্ণিমা তিথি।

জন্ম স্থান : সোনাইছড়ি, রাঙ্গুণীয়া, চট্টগ্রাম।

প্রব্রজ্যা জীবন

শ্রামণ্য নাম : শ্রীমৎ শীলানন্দ শ্রমণ

প্রব্রজ্যা গ্রহণ: মে ১৯৮৮ (শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি)

প্রব্রজ্যা গুরু : ভদন্ত লোকনন্দ মহাস্থবির ব্র

ধর্মীয় শিক্ষা লাভ

প্রব্রজ্যিত তারিখ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ পর্যন্ত সোনাইছড়ি রাজবিহার। ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ হতে ২১ জুন ১৯৯৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র, কদলপুর, রাউজান।

ধর্মীয় শিক্ষাগুরু

শাসন শোভন উপসংঘরাজ ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির ও পারমার্থিক ধূতান্নসাধক, পণ্ডিতপ্রবর ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথের।

বিদর্শন ভাবনা শিক্ষা লাভ

কল্যাণমিত্র বিদর্শনাচার্য্য ভদন্ত শাসনপ্রিয় মহাথের মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে পোমরা জ্ঞানাংকুর মৈত্রী বিহারে ১০দিনব্যাপী বিদর্শন ভাবনা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ এবং তৎপরবর্তী কল্যাণমিত্র বিদর্শনাচার্য্য ভদন্ত স্মৃতিমিত্র মহাথের মহোদয়ের সান্নিধ্যে ফেব্রুয়ারী-জুন, ১৯৯৮ পর্যন্ত গহিরা অংকুরঘোনা মহাশাশান ভাবনা কেন্দ্রে ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন।

উপসম্পদা

২৬জুন ১৯৯৮, শুক্রবার, গহিরা জেতবনারাম বিহার ভিক্ষু সীমাঘর।

ধুতাজ্জ কথা

ত্রিপিটকে তিন প্রকার ধর্মের আলোচনা করা হয়েছে- ক. পটিয়াস্তি ধর্ম (শিক্ষা করার বিষয়), খ. পটিপত্তি ধর্ম (আচরণ করার বিষয়) ও গ. পটিবেধ ধর্ম (জ্ঞান লাভ করার বিষয় বা নয় প্রকার লোকোত্তর বিষয়)। চৌদ্দ প্রকার খন্ধকব্রত, তের প্রকার ধুতাজ্জ, অশীতি প্রকার মহাব্রত, শীল, সমাধি ও বিদর্শন- এসব আচরণের বিধানাবলীকে পটিপত্তি বা আচরণীয় ধর্ম বলে। পটিপত্তি ধর্মে প্রথমেই কোন ভিক্ষুকে যথাযথভাবে ব্রত পালন করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন-

বত্তং অপরিপূরন্তো সীলং ন পরিপূরতি

অসুদ্ধ সীলো দুপঞ্ঞো দুক্খান পরিমুচ্চতি।

অর্থাৎ ব্রত অপূর্ণ থাকলে শীল পরিপূর্ণ হয় না। দুঃশীল দুঃস্বাজ্জ ব্যক্তি দুঃখ হতে বিমুক্তি লাভ করতে পারে না।

ধুত অর্থ ক্লেশ (পাপ) ধ্বনন বা নিধন বা বিনাশ বা বিসৃদ্ধভাবে ধোয়া; অঙ্গ অর্থ কারণ। ধুতাজ্জ হচ্ছে চিন্তের অবিদ্যা, তৃষ্ণা, ক্লেশাদি নীবরণ ও সংযোজনকে তুলার ন্যায় ধ্বনন-নিধ্বনন করার বিসৃদ্ধভাবে ধোয়ার অঙ্গকে বুঝায়। ধুতাজ্জ উচ্চরত শীল সংযম ও ত্যাগের অঙ্গ। ধুতাজ্জ ব্রতের আদি স্তর অধিষ্ঠান, মধ্যম স্তর অনুশীলন এবং শেষ স্তর আনন্দ লাভ। ধুতাজ্জ শীলের লক্ষণ হল- ‘অল্লেচ্ছুতা’ বা ‘অনাঙ্গিত্তি’, রস হল- ‘সন্তোষ’ বা ‘সংযম’ বা ‘লোলুপ্য বিধক্ষংসন’ এবং প্রত্যুপস্থান বা ফল হল- ‘নিঃসন্দেহ’ বা ‘অগ্রগতি’ বা ‘নির্লোলুপ্যভাব’। অল্লেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, সলেন্নখতা, প্রবিবেকতা ও ইদমন্তিতা-এ পঞ্চ ধর্ম আয়ত্তকারী ধুতধর্ম নামে কথিত। অল্লেচ্ছুতা ও সন্তুষ্টিতা দ্বারা অলোভাভাব জ্ঞাপ্ত হয়।

সলেন্নখতা ও প্রবিবেকতা দ্বারা অলোভা ও অমোহ এই দুই ধর্ম লাভ হয়। ইদমন্তিতা জ্ঞান মাত্র। ধুতাজ্জ অনুশীলন দুঃখদায়ক এবং আত্মদোষ বিধক্ষংসে স্বেচ্ছায় দন্তগ্রহণ মূলক জীবন ব্যবস্থা। লোভ চরিত সাধক আসক্তির অনুবলে স্মৃতিমান হয়ে সুন্দররূপে মোহ জয় করতে পারেন। তাই লোভ (রাগ) চরিত ও মোহ চরিত ব্যক্তির পক্ষে ধুতাজ্জ প্রতিপালন কর্তব্য। দ্বেষ চরিতের পক্ষে ধুতাজ্জ পালন ক্ষতিকর। কারণ ইহা অসহ্য

যজ্ঞগাদায়ক ও ঘেষ চিত্ত বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। তবে আরণ্যিক ও বৃক্ষমৌলিক ধৃত্যঙ্গ অনুশীলন করে ক্রোধী তথা ঘেষ চরিতের সাধক ক্রোধ উপশম করতে পারেন। পার্থিব উপদ্রব না থাকায় স্মৃতি দুর্বল সাধকের পক্ষেও ঐ দু'টি ধৃত্যঙ্গ উপকারী। ধৃত্যঙ্গ অনুশীলনকারীরা লোভ বর্জিত ও মোহ মুক্ত। নির্লোভের দরুণ তেরটি স্থানে অবিদ্যা দূরীভূত করেন এবং বুদ্ধ নির্দেশিত সহজ উপায় অবলম্বন করে লোভ পরিহারপূর্বক ভিক্ষু স্বীয় চিন্তে বিরাগ উৎপন্ন করেন। সংশয় বিমুক্ত হয়ে ন্যায় অনুসারে কাম তৃষ্ণা ও শঠতা পরিহার করেন।

যিনি লোকামিষ তথা জাগতিক ভোগবিলাস পরিত্যাগ করেছেন, কায় ও জীবনের প্রতি যাদের মমতা নেই, কষ্ট ও সহিষ্ণুতার দ্বারা মুক্তির কর্ম (নির্বাণ সাধনা) সম্পাদন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ১৩ প্রকার ধৃত্যঙ্গ পালনের উপদেশ দিয়েছেন। তা হল : পাংশুকুলিক- ত্রিচীবরিক- পিন্ডপাতিক- সপদানচারিক- একাসনিক- পাত্রপিণ্ডিক- খলুপচ্ছাভন্তিক- আরণ্যিক- বৃক্ষমূলিক- অবভোকাশিক- শ্মশানিক- যথাসম্বৃতিক ও নৈশজ্জিক। ভিক্ষুদের জন্য উক্ত ১৩ প্রকার ধৃত্যঙ্গ, শ্রামণদের জন্য ত্রিচীবরিক বাদে অন্য ১২ প্রকার ধৃত্যঙ্গ, ভিক্ষুণীদের জন্য খলুপচ্ছাভন্তিক- আরণ্যিক- বৃক্ষমূলিক- অবভোকাশিক- শ্মশানিক বাদে অন্য ৮ প্রকার ধৃত্যঙ্গ শ্রামণেরীদের জন্য ত্রিচীবরিক-খলুপচ্ছাভন্তিক-আরণ্যিক-বৃক্ষমূলিক-অবভোকাশিক-শ্মশানিক বাদে অন্য ৭ প্রকার ধৃত্যঙ্গ এবং উপাসক উপাসিকাদের জন্য একাসনিক ও পাত্রপিণ্ডিক ধৃত্যঙ্গ অনুশীলন করতে পারেন। ধৃত্যঙ্গসমূহের বর্ণনা-

১। পাংশুকুলিক ধৃত্যঙ্গ : পরিত্যক্ত আর্বজনা স্তুপ (কুৎসিত, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য) হতে সংগৃহীত বস্ত্র খন্ড দ্বারা অল্লেখ্যতাাদি শীল প্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরি করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে পাংশুকুলিক ধৃত্যঙ্গধারী বলে। স্বামীহীন পাংশুকুলিক বস্ত্র ও জনগণ পরিত্যক্ত পাংশুকুলিক বস্ত্র হিসাবে পাংশুকুলিক বস্ত্র দু'প্রকার। স্বামীহীন পাংশুকুলিক বস্ত্র বলতে শ্মশান, আবর্জনা, স্তুপ, বড় রাস্তা বা পথের পার্শ্ব হতে ভিক্ষু কুড়ায়ে নেন এবং সেলাই ও রং দিয়ে চীবর তৈরি করেন। জনগণ পশুচর্চিত বস্ত্রখন্ড, মুষিক নষ্ট করেছে এমন বস্ত্র, অগ্নিদগ্ধ, পথে নিক্ষিপ্ত কাপড়, শবদেহ আচ্ছাদিত কাপড়

ও সন্ধ্যাসী পরিত্যক্ত বস্ত্র ভিক্ষু সংগ্রহ করে এবং সেলাই ও রং দিয়ে চীবর তৈরি করেন। অনুশীলন প্রভেদবশে পাণ্ডুলিক ব্রত উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু-এ ত্রিবিধ পর্যায়ভুক্ত। শাস্ত্রানিক (চীবর) গ্রহণকারী উৎকৃষ্ট, প্রব্রজিত গ্রহণ করবে বলে স্থাপিত (চীবর) গ্রহণকারী মধ্যম এবং পদমূলে স্থাপন করিয়া দত্ত (চীবর) গ্রহণকারী মৃদু। ভিক্ষু নিজের ইচ্ছামত গৃহী কর্তৃক প্রদত্ত (চীবর) গ্রহণক্ষেণে এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

২। ত্রিচীবরিক ধুতাজ : সংঘাটি (দোয়াজিক), উত্তরাসঙ্গ (একাজিক) ও অন্তর্বাস- এ ত্রিচীবর ব্যতীত অন্য কোন চীবর স্বীয় আয়ত্বে না রাখলে সেই ভিক্ষুক ত্রিচীবরিক ধুতাজধারী বলে। যদি তিনি চীবর তৈরির জন্য বস্ত্র লাভ করেন, সে বস্ত্র দিয়ে চীবর পশ্চত করতে আনুষঙ্গিকের উপকরণ না পাওয়া পর্যন্ত তা বস্ত্র হিসেবে রেখে দিতে পারেন। কিন্তু চীবর তৈরির পর তা রেখে দেয়া যাবে না, রেখে দিলে ধুতাজ চোরে গণ্য হতে হয়। নতুন চীবর অধিষ্টানের আগেই পুরাতন চীবর পরিত্যাগ করতে হয়। বর্ষাসাটিক চীবর এঁরা কখনো গ্রহণ করতে পারেন না। অনুশীলন ভেদে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু-এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী চীবর রং করার সময়ে প্রথমে অন্তর্বাস বা উত্তরাসঙ্গ হতে যে কোন একটি রং করতে দিয়ে অপরটি পরিধান করেন। সংঘাটি গায়ে দেয়া ছাড়া কখনো অন্তর্বাসের ন্যায় পরিধান করতে পারেন না। আরণ্যিক ভিক্ষুর ক্ষেত্রে উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস একসাথে ধুয়ে রং করা কর্তব্য। তবে এ সময়ে সংঘাটি এমন স্থানে রাখতে হবে, যাতে কেউ তথায় উপস্থিত হতে দেখলে সহজে গায়ে জড়ানো যায়। মধ্যম অনুশীলনকারী রং দেয়ার ঘরে সকলের ব্যবহারার্থে যে চীবর থাকে তা পরিধান ও গায়ে দিয়ে নিজের অধিষ্ঠিত চীবর সমৃদয় রং করতে পারেন। মৃদু অনুশীলনকারী অন্য ভিক্ষুগণের চীবর পরিধান ও গায়ে দিয়ে রং দেয়ার গৃহে রক্ষি বসার আসন ব্যবহার করে চীবর রং দেয়ার কাজ করতে পারেন। অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর ব্যতীত অন্য কোন চীবর গ্রহণক্ষেণেই এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়। ত্রিচীবর ব্যতীত অন্য কোন চীবর গ্রহণক্ষেণেই এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

৩। পিণ্ডপাতিক ধুতাজ : ভিক্ষাপাত্র নিয়ে পায়ে হেটে গৃহদ্বারা হতে গৃহদ্বারে বিচরণ করে পিণ্ড (খাদ্য ও আহার) সংগ্রহকারী ভিক্ষুকে পিণ্ডপাতিক ধুতাজধারী বলে।

পিভ্ভচারণের মাধ্যমে আহাৰ সংগ্রহ করে ভোজন করাই প্রবজ্যা-বুদ্ধের প্রজ্ঞাপিত এই নিশ্চয়ের কথা মেনে ভিক্ষু এ ধুতাজ্জ পালনের সংকল্পবদ্ধ হন। অনুশীলন ভেদে উৎকৃষ্ট, মাধ্যম ও মৃদু-এ ধুতাজ্জ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী সম্মুখে বা পশ্চাৎ হতে আহরিত ভিক্ষা গ্রহণ করেন, দরজার বাইরে বা কোন স্থানে সমবেত দাতাদের সামনে গিয়ে নিজ হাতে পাত্র নিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারেন অথবা প্রার্থীত হয়ে দাতার হাতে পাত্র দিয়ে সেখানে দাড়িয়ে থাকে পারেন এবং পিভ্ভচারণ হতে প্রত্যাবর্তন কালে কেহ কিছু দিতে চাইলেও গ্রহণ করেন। মধ্যম অনুশীলনকারী দায়কের ইচ্ছায় তাদের বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে পিভ্ভপাত্র গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু তৎপরবর্তী দিনের জন্য অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন না। মৃদু অনুশীলনকারী প্রথম ও দ্বিতীয় এ দু'দিনের জন্য অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন কিন্তু তৃতীয় দিনের জন্য আর পারেন না। পায়ে হেঁটে পিভ্ভচারণ বা পিভ্ভ সংগ্রহ না করে অন্য উদ্দেশ্যাক্ত আনীত ভোজন গ্রহণক্ষেণেই এ ধুতাজ্জ ভঙ্গ হয়।

৪। সপদানচারিক ধুতাজ্জ : হীন-উৎকৃষ্ট, ধনী-দরিদ্র, ভাল-মন্দ এই বিভেদ পরিহার করে গ্রামের একপার্শ্ব হতে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহকারী ভিক্ষুকে সপদানচারিক ধুতাজ্জধারী বলে। এ ব্রত পালনকারীকে সকালে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বের হওয়া উচিত। কারণ যথাস্থানে পর্যাপ্ত পিভ্ভ পাওয়া না গেলে যাতে অন্য স্থানে গমনের সময়

থাকে। এক স্থানে সমবেত দায়ক দান দিতে চাইলে প্রথম দাতাকে বাদ দিয়ে অন্য জন হতে বা যে কোন জনকে বাদ দিয়ে পিভ্ভ গ্রহণ করতে পারেন না। অনুশীলনভেদে উৎকৃষ্ট, মাধ্যম ও মৃদু -এ ধুতাজ্জ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী সম্মুখ ভাগ হতে বা পশ্চাৎ ভাগ হতে বা পিভ্ভচারণ হতে প্রত্যাবর্তনকালে প্রদত্ত পিভ্ভ গ্রহণ করতে পারেন না। তবে গৃহদ্বারে উপস্থিত হলে গৃহস্থ ভিক্ষা দেয়ার জন্য পাত্র চাইলে দিতে পারেন। মাধ্যম অনুশীলনকারী সম্মুখ বা পশ্চাৎ বা যে কোন অবস্থায় পিভ্ভ গ্রহণ করেন, গৃহদ্বারেও পাত্র বিসর্জন করতে পারেন। কিন্তু ভিক্ষা পাবার আশায় বসে থেকে অপেক্ষা করতে পারেন না। মৃদু অনুশীলনকারী মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারেন। লোলুপ্যচিন্তে খাদ্য অশেষণে পদ বিক্ষেপক্ষেণেই এ ধুতাজ্জ ভঙ্গ হয়।

৫। একাসনিক ধুতাজ : ভোজনের উদ্দেশ্যে দিনে একবার মাত্র আসন গ্রহনকারী ভিক্ষুকে একাসনিক ধুতাজধারী বলে। একাসনিক ধুতাজ অনুশীলনকারী ভোজনশালায় বসার সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের আসনে না বসে নিজের উপযুক্ত আসন বিচার পূর্বক উপবেশন করেন। ভোজন শুরু করার পর শুরু বা আচার্য স্থানীয় ভিক্ষুর আগমন ঘটলে ভোজন না করে শুরু সেবা (ব্রত) করতে হয়। অনুশীলন প্রভেদবশে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু-এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী ভোজনাসন গ্রহণের পর পায়ে যা আছে তা নিয়ে ভোজন পরিভোগ করেন; দ্বিতীয়বার পরিভোগ করেন না। তবে বিকালে গ্রহণের জন্য পানীয় বা ভৈষজ্য জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করতে পারেন।

মধ্য মঅনুশীলনকারী পায়ে স্থিত খাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও ভোজন করতে পারেন। মৃদু অনুশীলনকারী ভোজনশেষে পায়ে ধোয়ার জল গ্রহণ না করা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও ভোজন করতে পারেন। ভোজনাসন ত্যাগের পর পুনঃ খাদ্য গ্রহণের একাসনিক ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

৬। পাত্রপিণ্ডিক ধুতাজ : অনু-ব্যঞ্জন প্রমাণ মত একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট পাত্রে গ্রহণ করে ভোজনকারী ভিক্ষুকে পাত্র পিণ্ডিক ধুতাজধারী বলে। এক্ষেত্রে ভিক্ষু পরিমাণ মত আহার গ্রহণ করেন। খাদ্য বিষক্রিয়া বা বিরূপতা সৃষ্টি হয়, এমন খাদ্য পাত্রের ঢাকনায় রেখে অবশিষ্ট খাদ্য একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট পাত্রে রেখে তা ভোজন করেন। বিরুদ্ধ ভোজন খাদ্য আহারের আগে বা পরে খেতে পারেন। অনুশীলন প্রভেদবশে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু-এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী প্রাপ্ত খাদ্য ভোজ্য এমনভাবে গ্রহণ করেন, যাতে ভোজনের পর পাত্রে আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো ভোজনের পর পাত্রে আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো ভোজনের পূর্বেই পাত্র হতে ফেলে দিতে হয় (ইক্ষু ব্যতীত)। মধ্যম অনুশীলনকারী ভোজনের সময় এক হাতে খাদ্য-ভোজ্য, ফল-মূল ভগ্ন করে খেতে পারেন এবং ভোজন শেষে পাত্রে উচ্ছিষ্ট রাখতে পারেন। মৃদু অনুশীলনকারী ভোজনের সময় হাত ও দাঁত উভয় ব্যবহার করে খাদ্য-ভোজ্য, ফল-মূল ইত্যাদি কেটে, ছিঁড়ে ছোট করে খেতে পারেন এবং ভোজন শেষে পাত্রে উচ্ছিষ্ট রাখতে পারেন। একটি মাত্র সুনির্দিষ্ট পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্র ব্যবহারক্ষেণেই এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

৭। **খলুপচ্ছাভস্তিক ধুতাজ :** যেই ভিক্ষু ভোজনের সময় অনু-ব্যঞ্জন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লগ্নারিত বা প্রত্যাখান করেছেন, তা পুনরায় গ্রহণ করেন না, সেই ভিক্ষুকে খলুপচ্ছাভস্তিক ধুতাজধারী বলে। অনুশীলন প্রভেদবশে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু-এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী পর্যাপ্ত হোক আর না হোক প্রথমে গৃহীত খাদ্য ভোজনের পর পুনঃ খাদ্য পরিবেশন করতে চাইলে তিনি কিছুতেই সেই খাদ্য গ্রহণ করেন না। মধ্যম অনুশীলনকারী ভোজনের সময় প্রবারিত বা প্রত্যাখিত খাদ্য ভোজন না করলেও ভোজন শেষে ভিন্ন আসনে অন্য খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। মৃদু অনুশীলনকারী প্রবারিত বা প্রত্যাখিত খাদ্য ছাড়া একই আসনে পুনঃ অন্য খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন কিংবা আসন হতে উঠেও সেদিন পুনঃ খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। প্রবারিত খাদ্য দ্রব্য কপ্পিয় করিয়া ভোজন করা মাত্রেই এ ব্রত ভঙ্গ হয়।

৮। **আরণ্যিক ধুতাজ :** সুবিশুদ্ধ শীল প্রতিপদা পালনের উদ্দেশ্যে যিনি লোকালয় বর্জনপূর্বক চিন্তা প্রশান্তিকর অরণ্যে বসবাস করেন তাঁকে আরণ্যিক ধুতাজধারী বলে। যদি আরণ্যিক ভিক্ষুর গুরু বা আচার্য পীড়িত হন এবং অরণ্যে যদি উপযুক্ত পত্রাদি না থাকে তবে গ্রামে শয়নাসন নিয়ে গুরু বা আচার্যের সেবা গুশ্রম্বা করা কর্তব্য। কিন্তু অরুণোদয় হওয়ার পূর্বে ধুতাজ উপযুক্ত স্থানে গমন করতে হয়। যদি অরুণোদয়ের সময় গুরু বা আচার্যের রোগ বৃদ্ধি পায় তবে তাঁদেরই কৃত (কা) করা উচিত। অনুশীলন প্রভেদবশে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনশীল সারা বৎসর দিবা-রাত্রি অরণ্যে বাস করেন। সাময়িকভাবে অরণ্যের বাইরে গেলেও রাত্রি যাপন করেন না।

মধ্যম অনুশীলনকারী চার মাস বর্ষা ঋতু ছাড়া অবশিষ্ট আট মাস অরণ্যে বাস করেন। মৃদু অনুশীলনকারী হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা যে কোন এক ঋতু অরণ্যে অতিবাহিত করেন নিজের ইচ্ছায় গ্রাম্য শয়নাসন করিয়া অরুণোদয় ঘটলে এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

৯। **বৃক্ষমৌলিক ধুতাজ :** যিনি বিমুক্তি নির্বাণ অনুকূল শীল প্রতিপদা সংবর্ধনার্থে ছাউনিযুক্ত গৃহ, কুঠির বা আরাম পরিত্যাগ করে বৃক্ষের নীচে সুশীতল ছায়ায় অবস্থানের জন্য দৃঢ় কঠোর সংকল্পবদ্ধ হন তাঁকে বৃক্ষমৌলিক ধুতাজধারী বলে। এ ধুতাজ

পালনকারীকে রাজ্য সীমান্তে অবস্থিত বৃক্ষ, চৈত্য ও বিহারের মধ্যস্থিত বৃক্ষ, আটালো রস নিঃসৃত বৃক্ষ, ফলন্ত বৃক্ষ, অমনুষ্য আশ্রিত বৃক্ষ, বাঁদুর আশ্রিত বৃক্ষ, ফাঁকা বা গর্তযুক্ত বৃক্ষ-এ সকল অন্তরায়কর বৃক্ষ বাদে উপযুক্ত বৃক্ষুলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। অনুশীলন প্রভেদবশে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু-এ ধৃতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী উপযুক্ত বৃক্ষ নির্বাচন করার পর সেই বৃক্ষের যত্ন করতে পারেন না। শুধুমাত্র পায়ের দ্বারা পাতা, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে পারেন। মধ্যম অনুশীলনকারী উপযুক্ত বৃক্ষ নির্বাচনের পর সে স্থানে বিনা আহঙ্কানে আগত দায়কদের দ্বারা গাছের যত্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারাদি করতে পারেন। মৃদু অনুশীলনকারী বিহারের সেবকদের বা দায়কদেরকে আহঙ্কান করে বৃক্ষুল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া, ভূমিভাগ সমতল করে বালি ছড়ান, প্রাচীর, ঘেরা ও প্রবেশ দ্বার স্থাপন করে আর মাচাং তৈরি করায় তথায় বাস করতে পারেন। কোন আচ্ছাদনায়ুক্ত স্থানে আশ্রয় গ্রহণক্ষেণেই এ ধৃতাজ ভঙ্গ হয়।

১০। অব্ভোকাশিক ধৃতাজ : যিনি ছাউনিযুক্ত গৃহ ও বৃক্ষুল পরিত্যাগ করে খোলা আকাশ তলে দিবা-রাত্রি অবস্থানের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, তাঁকে অব্ভোকাশিক ধৃতাজধারী বলে। এ ধৃতাজ পালনকারী ধর্ম শ্রবণার্থে, উপাসখাদি বিনয় কর্ম সম্পাদনে, ভোজন শালা ও অগ্নিশালায় ব্রত কর্ম সম্পাদনে, পথে গমন কালে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের পাত্র-চীবর বহনকালে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে, শুরু বা আচার্য্যের ভাত খাওয়ানো, সেবা যত্নের জন্যও আচ্ছাদন বা ছাউনি তলে প্রবেশ করা কর্তব্য। অনুশীলন ভেদে উৎকৃষ্ট মধ্যম ও মৃদু এ ধৃতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী বৃক্ষ, পর্বত বা আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ আশ্রয় করিয়া বাস করা অনুচিত। তিনি বায়ু, বৃষ্টির সময়ে ও খোলা আকাশতলে অধিষ্ঠিত চীবর দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে পারেন। মধ্যম অনুশীলনকারী বৃক্ষ, পর্বত, গুহা বা গৃহ আশ্রয় করেন কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করেন না। মৃদু অনুশীলনকারী বর্ষার জল প্রবেশ করিতে না পারে মত ছাদ দেওয়া অথচ উপরে সীমা দেয়া হয় নাই এরূপ পর্বত, গুহা, শাখা মন্ডপ আছে তেমন স্থানে অবস্থান করতে পারেন। অন্তরায় ব্যতিরেকে আচ্ছাদন বা বৃক্ষুলে প্রবেশক্ষেণেই এ ধৃতাজ ভঙ্গ হয়।

১১। **শ্মশানিক ধুতাজ :** যেখানে কমপক্ষে বার বৎসর যাবৎ মৃতদেহ পোড়ানো হয় বা ফেলে দেয়া হয় বা পুতে রাখা হয় সেই স্থানকে শ্মশান বলে। শ্মশানে শয়নাসন গ্রহণকারীকে শ্মশানিক ধুতাজকারী বলে। শ্মশানিক ভিক্ষুর গৃহী বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করা অনুচিত এবং নিরামিষ আহার ভোজন করাই উত্তম। এ ধুতাজ অনুশীলন করতে গিয়ে না প্রকারের বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাই বিহারের ভিক্ষু ও গ্রামের দায়কদেরকে বা স্থানীয় রাজকর্মচারীদের জানাইয়ে শ্মশানে অবস্থান করা কর্তব্য। শ্মশানে থাকার সময় অত্যন্ত জাগ্রত এবং অপ্রমত্ততার সাথে অবস্থান করতে হয়। তথায় কুঠির, চংক্রমণঘর নির্মাণ করে, শয়ন বা বসার আসনাদি স্থাপন করে, খাওয়ার পানি ব্যবহার্য জল সংগ্রহ করে বাস করা অনুচিত। অনুশীলনভেদে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী যে শ্মশানে প্রতিদিন মৃতদেহ পোড়ানো হয়, পঁচা দুর্গন্ধময় মৃতদেহ বিদ্যমান থাকে কিংবা প্রতিদিন মৃতের জ্ঞাতিগণ ক্রন্দন করে তেমন শ্মশানেই অবস্থান করেন। মধ্যম অনুশীলনকারী উপরোক্ত তিনটি নিমিত্তের যে কোন একটি বিদ্যমান থাকলে বাস করেন। মৃদু অনুশীলনকারী উপরোক্ত নিমিত্তবিহীন যে কোন শ্মশানে অবস্থান করতে পারেন। অশ্মশানে দিবা-রাত্রি অবস্থান করলে এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

১২। **যথাসম্ভবিক ধুতাজ :** যিনি যে স্থানে যা শয়নাসন ও শয্যার বস্ত্র লাভ করেন, তাতেই সম্ভবভাবে থাকার সংকল্পকারীকে যথাসম্ভবিক ধুতাজকারী বলে। অনুশীলনের তারতম্য অনুসারে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু এ ধুতাজ ত্রিবিধ। উৎকৃষ্ট অনুশীলনকারী নিজের প্রাপ্ত শয়নাসন দূরে না কাছে বা অমনুষ্য সরীসৃপাদির উপদ্রবাদি, শীত বা উষ্ণ জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। মধ্যম অনুশীলনকারী পূর্বোক্ত নিয়মে প্রশ্ন করতে পারেন কিন্তু নিজে গিয়ে অবলোকন করিতে পারেন না। মৃদু অনুশীলনকারী জিজ্ঞাসা করতে পারেন, অবলোকন করতে পারেন এবং যদি রুচিমত না হয় নীরবে অন্যত্র শয়নাসন গ্রহণ করতে পারেন। শয়নাসনের প্রতি লোলুপ্য উৎপন্ন করে দায়ককে নির্দেশ দিয়ে শয়নাসন গ্রহণ করা মাত্রই এ ধুতাজ ভঙ্গ হয়।

১৩। নৈশজ্জিক ধুতাজ্জ : যিনি ‘পৃষ্ঠ স্পর্শ করে শয়ন করা’ পরিত্যাগ করে, দাঁড়ান-গমন-উপবেশন এই তিন ইর্যাপথে দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন তাঁকে নৈশজ্জিক ধুতাজ্জকারী বলে। এ ব্রত অনুশীলনকারী সাধক রাত্রির তিন যাম (সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে সমান তিনভাগ) এর একযাম চংক্রমণ এবং অন্য সময় দাঁড়ান-গমন-উপবেশন ও ধ্যান করে অতিবাহিত করতে হয়। অনুশীলন ভেদে উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু এ তিন ইর্যাপথে দিবা-রাত্রি অতিবাহিত করেন। মধ্যম অনুশীলনকারী ঠেস দিতে পারেন, হেলান দিতে পারেন কিংবা বস্ত্র নির্মিত চেয়ার ও তুলা পূর্ণ বস্ত্র বন্ধনী ব্যবহার করতে পারেন। মৃদু অনুশীলনকারী শয্যায় পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ না করে ডান বা বাম পাশে শুয়ে বালিশাদি ঠেস দিতে পারেন, বস্ত্র নির্মিত চেয়ার ও তুলাপূর্ণ বস্ত্র বন্ধনী ব্যবহার করতে পারেন, হেলানও দিতে পারেন। যে কোন শয্যায় পৃষ্ঠ স্পর্শক্ষেণেই এ ধুতাজ্জ ভঙ্গ হয়।

অঙ্গুস্তর নিকায়ের অরণ্যবর্ণে তথাগত বলেছেন, ‘হে ভিক্ষুগণ, পঞ্চবিধ পাণ্ডুলিক-একাসনিক-পাত্রপিণ্ডিক-খলুপচ্ছাভস্তিক-আরণ্যিক-বৃক্ষমূলিক অব্ভোকাশিক-শ্মাশানিক-যথাসমুচিত্তিক ও নৈশজ্জিক হয়। যথা- ১) কেহ কেহ মুখ (অঙ্কতা) ও মোহগ্রস্ততাহেতু, ২) কেহ কেহ পাপোচ্ছা ও লোভের বশবর্তী বশে, ৩) কেহ কেহ উন্মাদ চিত্ত বিক্ষেপতার দরুণ, ৪) কেহ কেহ বুদ্ধগণ ও বুদ্ধ শ্রাবকের দ্বারা প্রশংসিত বিধায় এবং ৫) কেহ কেহ অল্লেখ্যতা, সম্ভ্রষ্টতা, কঠোর সংযম, প্রবিবেক ও অল্লেখ্যত্বাচ্ছিত্তার দরুণ। তন্মধ্যে যিনি অল্লেখ্যতা, সম্ভ্রষ্টতা, কঠোর সংযম, প্রবিবেক ও অল্লেখ্যত্বাচ্ছিত্তা সমর্থন করে পাণ্ডুলিক-একাসনিক-পাত্রপিণ্ডিক-খলুপচ্ছাভস্তিক-আরণ্যিক-বৃক্ষমূলিক-অব্ভোকাশিক-শ্মাশানিক-যথাসমুচিত্তিক ও নৈশজ্জিক হয় তিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ, উত্তম ও প্রবর (পরমোৎকৃষ্ট)।

ধুতাজ্জ পালনকারীর দশগুণ : ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, পাপকর্মে লজ্জাশীল, ধৈর্য্যশীল, অবঞ্চক, আত্মসংযমী, নির্লোভী, শিক্ষাকামী, দৃঢ় সংকল্পশীল, কলহপ্রিয় হন না এবং সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হন।

পরাজয়ের কথা

নিরন চাকমা

মুই এধক্ক্যান শুনোং ভগবানে যেক্কেনে,
 অনাথপিন্ডিগর তুলস্যা জেতবন কিয়ঙত এ্যাল:
 সে সময় পয়ন্ত্যা রেদোদ ভগবানর সিধু এগ দেবপুত্র
 গদা জেতবনর কিয়ঙান পহর গরিনে লুমিল :
 দ্বি-আদ জুড়ে তবনা গরি এগ কিস্ত্যা ঠিয়েল,
 পয়ের সুরে ভগবানরে কোজোলী গরি কল ।
 ও ভগবান মুই এক্চোং তর ইধু এগকান কথা জানিবান্ত্যাই
 পুরুঝ জাদির পরাজয়ের কারনান পুজোর গরিবান্ত্যাই ।
 ভগবান মুই তরে দ্বি-আদ জুড়ে গরঙ তবনা,
 পুরুঝ জাদির পরাজয়ের কারনান শুনিবান্ত্যাই গরঙর প্রার্থনা ।
 মন-দি শুনিজ সালালেন হে দেবপুত্র ভগবানে কল
 সাধু সাধু কোয়নে দেবপুত্র এগামনে শুনিল ।

(১) জ্ঞানী মানব্চ্যর জয় অয়

অজ্ঞানী মানব্চ্যর অয় পরাজয় ।

ধার্মিগ মানব্চ্যর জয় অয়

ধর্ম ঈংঝেজনর অয় পরাজয় ।

পরাজয়ের পশ্তম কারণান জানিলুঙ ও ভগবান দেবপুত্র কল,

দ্বিতীয় কারণান শুনিবান্ত্যাই প্রার্থনা গরিল ।

(২) অসৎ পরায়ন মানব্চ্যর প্রিয় অয়

বুদ্ধাদি সৎপুরুষারে অশ্রদ্ধা গরন,

মিথ্যা ধর্মর পদে আদন

এয়ান অল পরাজয়ের দ্বি-তীয় কারণ ।

- পরাজয়ের দ্বি-তীয় কারণান জানিলুঙ দেবপুত্র কল, তিনর কারণান শুনিবান্ত্যাই প্রার্থনা গরিল ।

(৩) যে পুরুষ জন ঘুমপ্রিয়, সহ্য ধর্য্য আরা
আলঝি, নেই উৎস্য রাগে তার মন ভরা
সে মানব্চ্যর কনদিন ন অয় জয়
পথে পথে বানা তার পরাজয় অয় ।

- পরাজয়ের তিনর কারণান জানিলুঙ ও ভগবান দেবপুত্র কল, চেরোর কারণান
শুনিবাস্ত্যাই প্রার্থনা করিল ;

(৪) যে মানুষ ধনী ওইন্যাও বুড়ো মা বাবরে সেবা পূজো ন গরন
এলাফেলা গরন বুড়ো মা বাবরে তারা আমিষ্কন ।
সে মানব্চ্যর কনদিন ন অয় জয়
যিয়ান গরে সিয়ানদ তার পরাজয় অয় ।

- পরাজয়ের চেরর কারণান জানিলুঙ ও ভগবান দেবপুত্র কল, পৌজর কারণান
শুনিবাস্ত্যাই প্রার্থনা করিল ।

(৫) যে মানুষ সুশীল শ্রামণ, ব্রাহ্মনরে মিঝে মিঝে বন্নাঙ গরে
আঝা দিনে মানব্চ্যরে মিঝে কথা কোয় কোয় ঠগা গরে ।
সে মানব্চ্যর কনদিন ন অয় জয়
অথে পথে যান সে মানুষ অন পরাজয় ।

- পরাজয়ের পৌজর কারণান জানিলুঙ দেবপুত্র কল, ছয়র কারণান শুনিবাস্ত্যাই
প্রার্থনা করিল !

(৬) অতাল ধন সম্বদ খেনেও যে জন,
নেই বানা নেই কয় আমিষ্কণ ।
গম গম খানাবিনে খেনেও যে সুওদ ন পায়
উড়োং উড়োং আমিষ্কন থায় গায় গায় ।
সে মানব্চ্যর কনদিন ন অয় জয় ।
অথে পথে যান সে মানুষ অন পরাজয় ।

- পৰাজয়ৰ ছয়ৰ কাৰণান জানিলুও দেবপুত্ৰ কল, সাদৰ কাৰণান শুনিবাত্ৰাই প্ৰাৰ্থনা গৱিল।

(৭) যে মানুহ জাদৰ, ধনৰ, গোত্ৰৰ অহংগাৰ গৱে
নিজৰ ইন্তকুদুম্মোৱে ঘনে গৱে
সে মানুহচ্যৰ কনদিন ন অয় জয়
আমিষ্কণ সে মানুহচ্যৰ অয় পৰাজয়।

- সাদৰ কাৰণান জানিলুও দেবপুত্ৰ কল, আদ্যটৰ কাৰণান শুনিবাত্ৰাই প্ৰাৰ্থনা গৱিল।

(৮) যে মানুহ নিজৰ মোগ ছাড়ি পৰ মোগৰ পালং অয়,
মান্তল জিনিজ খান জুয়া পাবা আমিষ্কন ফাজা থায়
সে মানুহচ্যৰ কনদিন ন অয় জয়
সে মানুহ অন বানা পৰাজয়।

- আদ্যটৰ কাৰণান জানিলুও দেবপুত্ৰ কল, নয়ৰ কাৰণান শুনিবাত্ৰাই প্ৰাৰ্থনা গৱিল।

(৯) যে মানুহ নিজৰ মোগ থেয়েনে তিৰোজ ন মৱে,
বেশ্যা মিলে লগে আমিষ্কন বেশ্যাঘিৰি গৱে।
পৰপাগলন্স্যা ওই নিজৰ মোগ হোস ন পায়,
পৰৰ মোগ পৰৰ ঝি লগে মিলিঝিলি থায়।
সে মৱদৰ কনদিন ন অয় জয়
পথে পথে অয় বানা পৰাজয়।

নয়ৰ কাৰণান জানিলুও দেবপুত্ৰ কল, দব্বৰ কাৰণান শুনিবাত্ৰাই প্ৰাৰ্থনা গৱিল।

(১০) যে মানুহ বুড়োকালে গাবুৱ মিলে মোগ লয়;
যুনি সে মিলে তিৰোজ ন পেনে পৰপাগল্যা অয়।
সিয়ান দেখিনে বুড়ো নেগৰ সহ্য ন অয়
দিনে ৱেদে ঘি-চোঁঘোদ ঘুম ন অয়
সে মৱদৰ কনদিন ন অয় জয়
পথে পথে অয় বানা পৰাজয়।

- পরাজয়র দখর কারণান জানিলুঙ দেবপুত্র কল, এগারর কারণান শুনিবাস্ত্যাই প্রার্থনা গরিল।

(১১) মদ খেয়ে কুকামে টেঙা ফেলেয়ে মিলে বা মরদরে, ধন সম্বদর চুগিদার বানেলে।

সে মরদর কনদিন ন অয় জয়

পথে পথে বানা তার পরাজয় অয়।

- এগারর কারণান জানিলুঙ দেবপুত্র কল, বারর পরাজয়র কারণান শুনিবাস্ত্যাই প্রার্থনা গরিল।

(১২) এগকেনা ধন অথজ ওমাতিরজর অধীনদ যে মানুঝ ক্ষত্রিয় বংবাদ জন্মধারণ গরন, তিরজর গুলমিল ওইন্যা পর রেজো

লাঙ গরিবার ধারাজ গরন।

এগ এগ গরি ভগবানে পরাজয়র কথা থুম গরিল, শুনিঝ হে দেবপুত্র ভগবানে আর: কল। পন্ডিদ জনে পরাজয় ন অন্দে কারণান এগকেনা গরি ভাঙি কল।

এই পিখিমীদ পন্ডিদ জনে যুনি আৰ্য্যগণরে লাগাদ পান,

উল্যা পাল্যা চিন্দে গরি তারা ত্যাগ গরণ পরাজয়ান।

মরানার লাভামদ দুঘ নেই গরি দেবকুলোদ যান

দেবকুলোদ যেনে তারা গমেদালেন সুঘে থান।

বেগ পরানবলা সুঘী অদোক

বেগ দুঘন্তুন সরান পাদোক

বেগে নির্বান যাদোক,

এয়ান কৌয়নে ভগবানে গরিল থুম

সাধু সাধু সাধুবাদ দিল দেবপুত্র

অতাল হুঝি মনন্তুন।

(সাধু.....সাধু.....সাধু)

কোকালিক সূত্র

(সূত্রনিপাতের কোকালিক সূত্রে শুদ্ধ, সদাচারী ও সংগুণীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তির কর্ম বিপাকের কথা তথাগত বর্ণনা করেছেন)

আমি এরূপ শুনেছি-এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করেছিলেন। তথায় কোকালিক ভিক্ষু গিয়ে ভগবানকে অভিবাদন করত: এক পাশে বসে বলেন- ভগবান, সারিপুত্র ও মহামোদগল্যায়ন পাপেচ্ছা সম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশবর্তী হয়েছে। এ কথা শুনে ভগবান কোকালিক ভিক্ষুকে সেরূপ ধারণা পোষণ না করে প্রিয়শীল সারিপুত্র ও মহামোদগল্যায়নের প্রতি প্রসন্ন হতে উপদেশ দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার কোকালিক ভিক্ষু সারিপুত্র ও মহামোদগল্যায়নের প্রতি পুন: একই ধারণা পোষণ করলে ভগবান একই উপদেশ দেন।

অত:পর কোকালিক ভিক্ষু আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্বক প্রস্থানের কিছুক্ষণ পরেই তার পুরো শরীর বিষ ব্রণে পূর্ণ হল। পরে তা বড় হতে হতে পাকা বেল পরিমাণ হয়ে ফেটে গেল; পুজ্ঞ ও রক্ত বের হল এবং সে রোগে মৃত্যুবরণ করল। তৎপর সহস্পতি ব্রহ্মা রাতের শেষ প্রহরে জেতবন বিহারে আগম করে ভগবানকে অভিবাদন করত: এক পাশে দাড়িয়ে বলেন- ভগবান, সারিপুত্র ও মহামোদগল্যায়নের প্রতি প্রদুষ্টচিত্তে শত্রুতাচারণ করে কোকালিক ভিক্ষু মরণের পর পদুম নরকে উৎপন্ন হয়েছে। এরূপ বলে তিনি তথায় অন্তর্ধান হলেন। অত:পর রাত শেষে ভগবান ভিক্ষুসংঘকে ডেকে সহস্পতি ব্রহ্মার আগমন এবং কোকালিক ভিক্ষুর পদুম নরকে উৎপন্ন হওয়ার কথা জানান। পদুম নরকের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে একজন ভিক্ষু জানতে চাইলে ভগবান উপমা দিয়ে বলে- যেমন একটি বিংশতি খারি তিলভার বিশিষ্ট কোশলক হতে কোন ব্যক্তি যদি প্রতি একশত বৎসর অন্তর অন্তর একটি করে তিল সরায়, তাহলে সমস্ত তিল সরাতে যে সময় লাগে ঐ সময় অপেক্ষা বেশি একটি অবক্ষুদ নরকের অবস্থানের কাল। এরূপ বিংশতি অবক্ষুদ নরক একটি নিরবক্ষুদ নরকেরসমান। তেমন বিংশতি নিরবক্ষুদ নরক একটি অবক্ষু নরকের সমান। তেন বিংশতি অবক্ষু

নরক একটি অহহ নরকের সমান। তেমন বিংশতি অটট নরক একটি কুমুদ নরকের সমান। তেমন বিংশতি কুমুদ নরক একটি সোগন্ধিক নরকের সমান।

তেমন বিংশতি সোগন্ধিক নরক একটি উপ্পলক নরকের সমান।

তেমন বিংশতি উপ্পলক নরক একটি পুন্ডরীক নরকের সমান।

তেমন বিংশতি পুন্ডরীক নরক একটি পদুম নরকের সমান। সারিপুত্র ও মহামোদগল্যায়নের প্রতি প্রদুষ্টচিত্তে শত্রুতাচারণের ফলে কোকালিক ভিক্ষু সেই পদুম নরকে উৎপন্ন হয়েছে। ভগবান পদুম নরকের কথা বর্ণনা শেষে এরূপ বলেন—

১। মানুষ জন্ম গ্রহণ করলে মুখে কুঠারের উৎপত্তি হয়, যার সাহায্যে দুর্বাক্য ভাষণ করে মূর্খ ব্যক্তি নিজের ক্ষতি সাধন করে;

২। যে ব্যক্তি নিন্দনীর প্রশংসা করে এবং প্রশংসনীর নিন্দা করে, সে ব্যক্তি মুখের দ্বারা পাপ সংগ্রহ করে, এবং ঐ পাপের কারণে সে সুখ লাভ করে না।

৩। পাশা খেলায় ধন, প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতি হলেও ইহার পাপ অল্পমাত্র হয়। কিন্তু সুগত (শীলবান ও অষ্টপদগল) দেব প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করলে খুবই গুরুতর পাপ হয়।

৪। শত-সহস্র নিরবক্ষুদের ছত্রিশ ও পাঁচ অবক্ষুদে গতি লাভ করে। আর্যের নিন্দা করে, কথা এবং মন পাপে নিযুক্ত করে, নরকে গমন করে;

৫। মিথ্যাবাদী লোক নরকে গম্ব করে। যে লোক কর্ম করে তা অস্বীকার করে, সেও নরকে গমন করে। উভয়ে মরণের পর এই প্রকার গতি লাভ করে। তারা পরলোকে হীনকর্মা মানব হয় ;

৬। যে ব্যক্তি নির্দোষ, শুদ্ধ, নিষ্পাপ পুরুষের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করে, বাতাসের দিকে ছড়ানো ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় পাপ তাকে প্রত্যাঘাত করে ;

৭। যে ব্যক্তি লোভগুণে অনুযুক্ত সে কথার দ্বারা অন্যজনের নিন্দা করে। সে শ্রদ্ধাহীন, কদর্য, বদান্যতাশূণ্য, মাৎসর্যপরায়ণ ও পৈশুন্যযুক্ত ;

৮। হে অপ্রিয়বাদী! মিথ্যাবাদী, অনার্য, ভ্রমণহত্যাকারী, দুষ্ট, দুষ্কৃতকারী, পুরুষাধম, পাপী, হীনজন্মা মানব ! এই জগতে বাচাল হইও না, নরকে যাবে;

- ৯। হে অগ্রিয়বাদী! তোমার রজ্জ নিষ্ক্ষেপে অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়, তুমি সাধুর নিন্দা করে অপরাধী হও, বহু দুঃখরিত্রাচরণ করে দীর্ঘদিনের জন্য তুমি নিরয় (নরক) প্রপাতে গমন কর;
- ১০। কারো কর্ম কখনো নাশ হয় না; কর্তার সাথে তার মিলন হবেই। তোমার নিকট উহা ফিরে আসবেই। অজ্ঞান পাপী পরকালে নিজের অমঙ্গল দর্শন করবে ;
- ১১। যে স্থানে গেলে লৌহ-মুদগর দ্বারা আহত হতে হয়, সে স্থানে যাবে, তীক্ষ্ণধার লৌহশূলে অর্পিত হবে, পরে গরম লৌহ গোলকের মত উত্তপ্ত আহার প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে লাভ করবে ;
- ১২। সেথায় সন্তোষজনক কথা বলা হয় না, সে জায়গায় অধিবাসীরা যারা বিভেদ সৃষ্টি করী বাক্যভাষী, তারা রক্ষা পায় না। জ্বলন্ত কয়লার বিছানায় তারা শয়ন করে, এবং প্রজ্জ্বলিত আগুনের গোলায় প্রবেশ করে।
- ১৩। সেথায় তা'দিগকে জালে দ্বারা ঢেকে লৌহদন্ডের আঘাতে মেরে ফেলা হয়। তারা ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কারণ, মহাপৃথিবীর ঐ অন্ধকার ছড়াইয়া আছে।
- ১৪। তারপর তারা লৌহময় কুন্তী ও জ্বলন্ত আগুনের গোলায় প্রবেশ করে। তারা উপরে ও নীচে উৎক্ষিপ্ত ও নিষ্ক্ষিপ্ত হয়ে বহুকাল সেখানে সিদ্ধ হয়।
- ১৫। অতপর পাপী পুঁজ ও রক্তের মিশ্রণে সিদ্ধ হয়, যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই সে সংস্পর্শজনিত পুঁতিতে পরিণত হয়।
- ১৬। পাপী কৃমিপূর্ণ জলে সিদ্ধ হয়, সেখানে তীরে উঠার সুযোগ নাই। তথায় পাত্তগুলি সমান আকার বিশিষ্ট।
- ১৭। তারা পুনরায় ছিন্নশরীর হয়ে ধারাল তৃণ ও অসিপত্র বনে প্রবেশ করে। তখন জিহ্বা বড়শীবদ্ধ ও মুদগরাহত হয়ে তারা তথায় আহত হয়।
- ১৮। তারপর তারা দুর্গম, তীক্ষ্ণধার, ক্ষুরধার প্রবাহসম্পন্ন বৈতরণী নদীতে প্রবেশ করে। পাপকর্য করে মুখ পাপীরা সেথায় পতিত হয়।
- ১৯। সেখানে কালবর্ণ নানা প্রকার কাকেরা সেই রোদনকারীদেরকে আহার করে এবং তা'দিগকে ক্ষুধার্ত কুকুর, শিয়াল, শকুন, ও কাকেরা ক্ষু-বিক্ষু করে।
- ২০। এ জায়গায় পাপীর জীবন সত্যিই দুঃখপূর্ণ। সুতরাং এ পৃথিবীতে মানুষ বাকি জীবন সৎকর্মে নিয়োজিত করবে, ঘুমে মগ্ন হয়ে থাকবে না।
- ২১। জ্ঞানীরা পদুম নিরয়ে (নরকে) নিয়ে যাওয়া তিলভার হিসাব করেছেন যা পাঁচকোটি দশসহস্রাধিক এবং তদুপরি বারশত কোটি।
- ২২। এ যাবত যেই নরক -দুঃখ বলা হল, সেরূপ দুঃখ ভোগ করে দীর্ঘদিন ধরে নরকে বাস করতে হবে। অতএব শুদ্ধ, সদাচারী ও সৎগুণীদের প্রতি সর্বদা বাক্য ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করবে।

মাঘ সূত্র

(সূত্রনিপাতের মাঘ সূত্রে দানোৎসর্গের উৎকৃষ্ট স্থান ও দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তি ইত্যাদির কথা তথাগত বর্ণনা করেছেন)

আমি এরূপ শুনেছি- একসময় ভগবান রাজগৃহের গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তখন মাঘ নাম এক যুবক ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে আভিষেক পূর্বক মধুর চিহ্নে আনন্দদায়ক বাক্য আলাপ করে এক পাশে উপবেশন করেন এবং ভগবানকে বললেন, 'হে গৌতম, আমি দায়ক-দানপতি-সদ্বক্তা (বদান্য) ও সবসময় প্রার্থনা পূর্ণ করতে ইচ্ছুক। ধর্মের মাধ্যমে আমি ধন অন্বেষণকারী। এভাবে ধর্মের দ্বারা লাভ করা এবং সংগ্রহকৃত ধন আমি এক বা একাধিক লোককেও দিয়ে থাকি। হে গৌতম ! এরূপ দানানুষ্ঠান করে আমি কি বহু পুণ্য সঞ্চয় করি? যুব মাঘের প্রশ্নে ভগবান হ্যাঁ সূচক উত্তরে বললেন এভাবে দানানুষ্ঠান করে তুমি অবশ্যই বহু পুণ্য অর্জন কর।

এ দান প্রচুর পুণ্য প্রসবকারী।

অতঃপর যুবক মাঘ ভগবানকে গাথায় সম্বোধন করলেন- কাষায় বসন পরিধানপূর্বক গৃহহীন হয়ে ভ্রমণশীল সদ্বক্তা গৌতমকে, আমি জিজ্ঞাসা করছি- যে গৃহস্থ দানপতি, সব সময় প্রার্থনা পূরণকারী এবং যিনি পূণ্যার্থী ও পূণ্যাপেক্ষী হয়ে দানানুষ্ঠান করে এ জগতে অন্যজনকে অনুপানীয়াদি দান করেন, তিনি কি রকম পাত্র দান করলে ঐ দান দাতার পক্ষে ফলপ্রসূ হয় ? প্রশ্নোত্তরে ভগবান বললেন, যে গৃহস্থ দানপতি, সব সময় প্রার্থনা পূরণকারী এবং যিনি পূণ্যার্থী ও পূণ্যাপেক্ষী হয়ে দানানুষ্ঠানের মাধ্যমে এ জগতে অন্যজনকে অনুপানীয়াদি দান করেন, তাদৃশ ব্যক্তি দক্ষিণার যোগ্যদের সাথে সিদ্ধি লাভ করেন।

অতঃপর যুবক মাঘ 'দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তি কারা' জানতে চাইলে ভগবান বললেন- (১) যাঁরা অনাসক্ত হয়ে জগতে বিররণ করেন, অকিঞ্চন, মোক্ষপ্রাপ্ত ও আত্ম সংযত (২) যাঁরা সকল সংযোজন ও বন্ধন ছেদন করেছেন এবং দান্ত, বিমুক্ত, মানসিক দুঃখহীন, বাসনাহীন; (৩) যাঁরা সমস্ত শৃঙ্খল হতে বিমুক্ত হয়েছেন এবং দান্ত, বিমুক্ত, মানসিক

দুঃখহীন, বাসনাহীন: (৪) রাগ, ঘেষ ও মোহের গ্রহীন করে যারা ক্ষীণাসব ও ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয়েছেন। (৫) যারা মায়া ও অহংকার হতে মুক্ত, যারা আসবহীন ও ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয়েছেন। (৬) যারা বীতলোভ, নিঃস্বার্থ, আশাহীন, ক্ষীণাত্মব ও ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয়েছেন। (৭) যারা তৃষ্ণার গ্রাসে পতিত হন না এবং ওঘ (তৃষ্ণাশ্রোত) অতিক্রম করে যারা নিঃস্বার্থভাবে বিচরণ করেন (৮) যারা পৃথিবীর সকল জিনিসের প্রতি ও ইহ কিংবা পরকালে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক (৯) যারা সুখভোগ ত্যাগ করে গৃহহীনভাবে বিচরণ করেন এবং সুসংযত ও সরের ন্যায় সোজা। (১০) যারা বীতরাগ সুসমাহিতেন্দ্রিয় এবং রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় : (১১) যারা শান্ত, রাগহীন, ক্রোধহীন, এবং ইহকাল ত্যাগ করার পর যাদের গতি পুনর্জন্ম ধারণে ব্যর্থ; (১২) জন্ম ও মরণ অশেষে দূরীভূত করে যারা সকল সন্দেহ অতিক্রম করেছেন। (১৩) জগতে যারা আত্মদীপ হয়ে চিরণ করেন এবং অকিঞ্চন ও সর্বপ্রকারে প্রমুক্ত (১৪) এ জগতে এ জন্মই অন্তিম জন্ম, আর পুনর্জন্ম নাই যারা তা সম্যকভাবে জানেন পারেন।

(১৫) যিনি উচ্চতর জ্ঞানলাভী, ধ্যানরত, স্মৃতিমান, সম্বোধিপ্ৰাপ্ত, বহুজনের আশ্রয়দাতা- যথাকালে তা'দিগকে হব্য (ঘৃত) দান করবেন। হে পুণ্যাপেক্ষী ব্রাহ্মণ ! এরূপ উৎকৃষ্ট স্থানে দানোৎসর্গ করুন।

দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তি সম্বন্ধে সম্যক ভাবে জেনে যুবক মাঘ যজ্ঞ (দান) সম্পত্তি হতে উৎপন্ন মঙ্গল কি জানতে চাইলে তখন ভগবান বললেন- (১) দান করার সময় চিন্তকে সকল জিনিসের প্রতি প্রশান্ত করবে, যজ্ঞই (দান) দাতার লক্ষ্য, এতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাতা হিংসা পরিত্যাগ করেন এবং (২) দাতা বীতরাগ হয়ে, অনুলনীয় মৈত্রীভাবনার দ্বারা হিংসা উপশম করবেন ও রাত-দিন সব-সময় অপ্রমত্তভাবে সকল দিকে অপরিমেয় মৈত্রীচিন্তা পোষণ করবেন।

কে শুদ্ধিলাভ করেন ? মুক্ত কে? কেউ বা বাঁধন লাভ করবেন ? কি উপায়ে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়? যুবক মাঘ তা জানতে চাইলে ভগবান বললেন- যিনি ত্রিবিধ মঙ্গলময় যজ্ঞ সম্পদের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দক্ষিণার যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে সিদ্ধি লাভ করেন। সব সময় প্রার্থনা পূরণের জন্য এরূপ দানানুষ্ঠানকারী ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে থাকেন।

ভগবানের দেশনা শুনে যুবক মাঘ সেদিন হতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তথাগতের শরণাগত উপাসক হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করলেন। (সংক্ষেপিত)

গৃহীদের প্রতি বিধুর পণ্ডিতের উপদেশ

- ১। যাহারা নিজ প্রজ্ঞাবলে সৎপথগামী, দৃঢ় উদ্যোগী, সুক্ষদর্শী জ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ের বিশদরূপ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হন, তাঁহারা ই সুখে গৃহবাস করিতে পারেন।
- ২। যিনি পরদার গমন হইতে দূরে থাকেন, সুস্বাদু খাদ্য ভোজ্য একাকী ভোগ করেন না, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভুলধারনার বশবর্তী হন না, তিনিই সুখে গৃহবাস করিতে পারেন।
- ৩। শীলবান গৃহকর্মে সুদক্ষ, পূণ্য কর্মে অপ্রমত্ত, বিচারবুদ্ধি পরায়ণ, নিরহঙ্কারী, মাৎসর্য্যহীন, সুবিনীত, মিষ্টভাষী ও শান্ত ব্যক্তিই সুখে গৃহবাস করিতে পারেন।
- ৪। দানাদি সদুপায়ে কল্যাণমিত্রের উপকারী, প্রার্থীদিগকে সম্ভাবে বস্ত্র বন্টনকারী, কষণ-বপনে কালাকালন্ত ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান প্রদান কারী ব্যক্তিই সুখে গৃহবাস করিতে পারেন।
- ৫। যিনি ধর্মকামী, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ধর্মধারীর নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসু এবং শীলবান-বহুশ্রমতদিগকে স্বগৌরবে সেবা করেন, তিনিই সম্ভাবে গৃহবাস করিতে পারেন।
- ৬। ক্ষমাশীল ও উপকারী গৃহী শান্তিতে গৃহে বাস করেন।
- ৭। সত্যবাদী মানবের জীবন নিরাপদ হয় এবং মৃত্যুর পরও তিনি অনুতপ্ত বা শোকগ্রস্থ হন না।

(সঙ্কর্ম রত্নচৈত্য বই থেকে সংগৃহিত)

সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম

ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন- হে ভিক্ষুগণ।

সাত প্রকার ধর্ম আচরণ করিলে উপাসকের অবনতি ঘটে।

সেই সপ্তবিধ ধর্ম কি?

(১) ভিক্ষু ও সাধুসজ্জনাদি সৎপুরুষদের দর্শন হইতে বিরত হইলে।

(২) সঙ্কর্ম শ্রবনে উদাসীন হইলে।

(৩) পঞ্চশীল শিক্ষা ও পালন না করিলে।

(৪) ভিক্ষু প্রভৃতি সাধু সৎপুরুষদের প্রতি অপ্রসন্ন হইলে।

(৫) বিক্ষিপ্ত চিন্তে বা অমনোযোগে ধর্ম শ্রবণ করিলে।

(৬) পরের দোষান্বেষী হইলে।

(৭) বুদ্ধ-শাসনের বাহিরে দানাদি দিবার পাত্র অন্বেষণ করিলে যাহারা বুদ্ধ বিগহিত এই সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম আচরণ করিলে তাহাদের ইহকাল ও পরকালে বড় দুঃখপূর্ণ হয়। সুতরাং উভয়কালের সুখকামী ব্যক্তিগণ উক্ত সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম বিষবৎ ত্যাগ করিয়া সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম আচরণ করিবেন। ইহাতে সেই সৎপুরুষগণের দুর্লভ মানব জীবন জয়যুক্ত হয় এবং জন্মান্তর ও সুখময় হয়। আমরা সকলে যদি সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে প্রত্যেক সমাজের মানুষ সচেতন হই তাহলে আমরা কখনো পরিহানীয় হব না।

(সঙ্কর্ম- রত্ন- চৈত্য বই থেকে সংগৃহীত)

সপ্ত অপরিহানীয় মূলক ধর্ম

এক সময় ভগবান বুদ্ধ অজাত শত্রুর উপলক্ষ করিয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন- আনন্দ।

ইহলোকে যাহারা সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহাদিগকে কেহই পরাজয় করিতে পারিবে না। বরং ইহা তাহাদের ভবিষ্যতের হিতসুখের কারণ হইয়া থাকে। সেই সপ্তবিধ অপরিহানীয় ধর্ম কি?

(১) যাহারা সভা সমিতিতে সর্বদা একত্রিত হয়।

(২) সর্বদা একতাবদ্ধভাবে একত্রিত হয়, সভার শেষে সকলে একসঙ্গেই চলিয়া

যায় এবং সভায় প্রস্তাবিত কাজ একযোগে সম্পাদন করে।

- (৩) যাহারা দেশ ও সমাজের কুনীতির প্রবর্তন করে না, পূর্বে নিদ্ধারিত সুনীতির উচ্ছেদ সাধন করে না এবং প্রাচীন সুনীতি যথাযথভাবে মানিয়া চলে।
- (৪) যাহারা বুদ্ধগণকে সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং তাহাদের বাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা উচিত বলিয়া মনে করে।
- (৫) যাহারা কোন কুল স্ত্রী বা কুল কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করে না। বরং ধর্ম দ্বারে নারীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করে।
- (৬) গ্রাম- মধ্যে ও বহিঃপ্রদেশে যেইসব চৈত্য আছে যাহারা সেই চৈত্য সমূহের সৎকার, গৌরব সম্মান ও পূজা কার এবং সেই চৈত্য সমূহে পূর্ব প্রচলিত ধর্মত: দান কর্ম ও পূজার পরিহানি করে না।
- (৭) যাহারা অরহত ও শীলবানদিগকে ধর্মত: রক্ষা করে পালন করে, তাহাদের সুখ সুবিধার সুব্যবস্থা করে এবং দেশে যেই অরহত গণ আসেন নাই, তাঁহারা কি প্রকারে দেশে আসিবেন, উপস্থিত অরহতগণ দেশে নিরাপদে বাস করিতেছেন কিনা, সর্বদা এইসব অনুসন্ধান করে, তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, পরিহানি হয় না। এই সপ্তক্লি অপরিহানীয় ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহকালিক ভোগ সম্পত্তি পরিহীনের চতুর্বিধ কারণে সর্বদা সতর্ক থাকিলে এ জীবনের সুবৈশ্বর্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

ভোগসম্পত্তি পরিহীনের হেতু

যাহারা কোন জিনিষ নষ্ট হইতে দেখিলে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা করে না।

- (১) জীর্ণ বস্তুর পুন: মেরামত করে না।
- (২) পান ভোজনে আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করে।
- (৩) দু:শীল স্ত্রী অথবা পুরুষের হস্তে কর্তৃত্বের ভার অর্পণ করে, তাহারা ভোগ সম্পত্তিতে উন্নত হইতে পারে না। বর্তমান যুগে যেই সমাজের লোক ধনে জনে হীন, তাহারা ইচ্ছাধীন আত্ম-পর হিতসাধনে ব্রতী হইতে পারে না। অধিকন্তু অলস পরায়ন লোকের দুন্দর্শা আনবার্য। উদ্যম উৎসাহ সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে মনের উৎকর্ষতা সাধন করাও অপরিহার্য কর্তব্য। উন্নতমনা মানুষই “মহাত্মা” নামে যোগ্য। হীনমনা পশুর অধম। ভগবান বুদ্ধ মানুষকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা হইল।

চারি প্রকার মানব

মানব চারি প্রকার। যথা— (১) নিরয় মানব (২) প্রেত মানব (৩) তির্য্যগ মানব এবং (৪) পরমার্থ মানব।

(১) নিরয় মানব : যাহারা দুঃশীল, অত্যাচার অনাচারে ব্রতী, পাপকাজে উৎসাহী, হীনচিন্ত পরায়ন এবং যাহারা রাজদন্ড দন্ডিত হইয়া হস্ত পদাদি ছেদন জনিত বিবিধ দুঃখ ভোগ করে, তাহাদিগকে নিরয় মানব বলে।

(২) প্রেত মানব : পূর্বজন্মাজ্জিত পুণ্যের অভাবে এ জগতে যাহারা খাদ্যভাবে ক্ষুধপিপাসায় দুঃখ ভোগ করে, আবর্জনারাশি হইতে ও পরের ত্যাগ উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া পরিভোগ করে আহার অভাবে যাহাদের শরীর কৃশ, দুর্বল, তাহাদিগকে প্রেত মানব বলে।

(৩) তির্য্যগ মানব : যাহারা অবিবেচক, অজ্ঞানী, পরাধীন, পরের ভার বহন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সচ্চরিত্ররূপে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অনাচারে প্রবৃত্ত হয়, বিবিধ অত্যাচারে জনগনকে অতিষ্ঠ গ্রহণ করে এবং নিদ্রালস্য ও দুঃখ বাহুল্য হইয়া পশুপকার ন্যায় বাস করে, তাহাদিগকে তির্য্যগ মানব বলে।

(৪) পরমার্থ মানব : যাহারা ধর্মপরায়ন জ্ঞানবান, হিতাহিত বিবেচনা সম্পন্ন পাপে লজ্জা ও ভয়শীল, মৈত্রীপরায়ন, দয়াশীল, কর্মকর্মফলে বিশ্বাসী ও দানশীল ভাবনায় রত, তদৃশ মানবকে পরমার্থ মানব বলে।

“দেবতা তাদিসমেব মনুস্সং ইচ্ছন্তি”

দেবগন তাদৃশ মানবই ইচ্ছা করেন। তাঁহারা দেব সদৃশ মানব নামেও পরমার্থ মানবে নিজেকে গঠিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। জগতে পরমার্থ মানবই শ্রেষ্ঠ মানব। তাই মোরা প্রত্যেকে পরমার্থ মানব হতে চেষ্টা করব।

কুশল ফল

প্রবর্ত্তমানের প্রমাণ পাপকর্ম কৃত হইলে, “আহাঃ, আমার দ্বারা পাপকর্ম কৃত হইয়াছে” এইরূপ যতই চিন্তা করে ততই অনুতাপ উৎপন্ন হয়। এই অনুতাপ হেতু পাপ বৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু পূন্য কর্মকৃত হইলে, চিন্ত প্রমোদিত হয়। প্রমোদিত ব্যক্তির

প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীত ব্যক্তির দেহ প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয়। সুখীর চিত্ত সভাধিষ্ঠ হয়। সুতরাং সমাহিত চিত্তে সকল বিষয় যথাযথ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই হেতু পূণ্য বর্দ্ধিত হয়। একটি জলাধারের এক পথে জল প্রবেশ করিয়া অন্য পথে বাহির হইতে থাকিলে, জলাধারের জল যেমন কমিতে পারে না, তদ্রূপ কুশল কর্মীর কুশলফল স্বর্বদা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যেহেতু কুশল কর্ম করিয়া তাহা উৎফুল্ল মনে চিন্তা করে। সেই কুশল চিন্তার দ্বারা কুশল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হস্তপদ ছিন্ন জনৈক ব্যক্তি একটি পদ্মের তোরা বুদ্ধকে পূজা করিয়া ৯১ কল্প দুর্গতিতে জনুগ্রহণ করে নাই। ইহাতেও সম্যক প্রতীয়মান হয় যে, পূণ্য প্রবর্দ্ধনশীল এবং পাপ অবর্দ্ধনশীল।

অজ্ঞানকৃত পাপের বিপাকই অধিক-যাহারা না জানিয়া বা অজ্ঞানে পাপকর্ম করে, তাহাদের পাপ অধিক হয়। অবোধ না জানিয়া জলন্ত লৌহ-গোলক গ্রহণ করিলে দন্ধ-বিদম্ব হয়। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জানিয়া সাবধানে তাহা গ্রহণ করিলে দন্ধ-বিদম্ব হয় না। না জানিয়া বা অজ্ঞানে-কৃত পাপকর্মের ফল যে, অধিক হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ।

(সদ্ধর্ম রত্ন-চৈত্য বই থেকে সংগৃহীত)

মিথ্যা শপথকারীদের ফল

এই পৃথিবীতে যাহারা অপরের অনর্থক দুর্নাম ও অপবাদ করে এবং জেদের বশবর্তী হইয়া পুত্রের মন্তক অথবা বুদ্ধমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া “আমি করি নাই” এরূপ মিথ্যা শপথ করে, তাহারা মৃত্যুর পর প্রেত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই প্রেত গণের দেহ অত্যন্ত বিগ্রী হয়। সর্বাত্ম অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। সর্বদা নীলমক্ষিকা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ যন্ত্রনা দেয়। শতবৎসর খাইলেও তাহারা উদর পূর্ণ করিতে পারে না। আর প্রেতী হইলে, নিজের পুত্র প্রসব করিয়া নিজেই তাহা ভক্ষণ করে তথাপি তাহারা অবিরাম ক্ষুধার জ্বলিতে থাকে।

আর্য্যগণকে যাহারা নিন্দা করে তাদের পরিণাম

এই পৃথিবীতে যাহারা আর্য্যগণকে নিন্দা করে তাহারা মৃত্যুর পর দশটি নরকে দুঃখ ভোগ করে থাকে। যথা (১) অবক্ষুদ (২) নিরবক্ষুদ (৩) অবক্ষ (৪) অটট (৫) অহহ (৬) কুমূদ (৭) সোগন্ধিক (৮) উগ্নল (৯) পুভুরিক ও (১০) পদুম নিরয়।

অর্থাৎ ইহলোকে যাহারা শীলবান ভিক্ষু শ্রমণ সাধু সজ্জনদের অনর্থক দুর্নাম, নিন্দা, আক্রোশ ও ভৎসনা করে এবং ঘেষ চিন্তে রোষচক্ষে দর্শন করে, তাহারা কর্মের তারতম্য হিসাবে উক্ত দশবিধ নিরয়ের মধ্যে যে কোন একটা নিরয়ে পতিত হইয়া অবিরাম গতিতে মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

উক্ত নিরয়গণের আয়ু এতই দীর্ঘ যে তাহা সংখ্যা দ্বারা গণনা করা যায় না। সেই কারণে বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে নিম্নোক্ত উপমা প্রদান করিয়াছেন। ১৩৪ মন তিল রাশি হইতে শতবৎসর অন্তর এক একটি করিয়া তিল ত্যাগ করিলে, বহুকাল পরে ঐ তিলরাশি নিঃশেষ হইবে, তথাপি অবক্ষুদ নিরয়ের আয়ু নিঃশেষ হইবে না। অন্য প্রত্যেকটি নরকের আয়ু বিশগুন অধিক।

(স্বধর্ম রত্ন চৈত্য বই থেকে সংগৃহীত)

পাটলীগ্রামে বুদ্ধ কর্তৃক শীল ফল বর্ণনা

এক সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্ম প্রচার মানসে বাহির হইলেন। তিনি দেশে দেশান্তর পরিভ্রমণের পর নালন্দা হইয়া পাটলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপাসক উপাসীকাগণ উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূজা করিলেন। ভোজনান্তে বুদ্ধ তদ্দেশবাসী উপস্থিত জনসংঘকে ধর্মোপদেশ প্রসঙ্গে শীলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন :-

(১) হে গৃহপতিগণ, ইহজগতে শীলবান সৎপুরুষগণ অপ্রমত্তভাবে শীল পালন করিলে প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। ইহা শীলবানদের শীল রক্ষার প্রথম পুরস্কার বা ফল।

(২) হে গৃহপতিগণ, দ্বিতীয়ত- শীলবানদের শীল পালনের দ্বিতীয় মঙ্গলময় সুকীর্তি সর্বত্র বিঘোষিত হয়। ইহা শীলবানদের শীল পালনের দ্বিতীয় পুরস্কার।

- (৩) হে গৃহপতিগণ, তৃতীয়ত- শীলবানগণ যদি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রামন পরিষদে উপস্থিত হন, তথায় তাঁহারা নির্ভয়ে
- (৪) নিঃসঙ্কোচে ও প্রফুল্লন চিন্তে উপস্থিত হইতে পারেন। ইহা শীলবানদের শীল পালনের তৃতীয় পুরস্কার।
- (৫) হে গৃহপতিগণ, চতুর্থত : শীলবানদের শীল পালন হেতু মৃত্যুকালে চিন্তা বিভ্রম না হইয়া সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। ইহা শীলবানদের চতুর্থ পুরস্কার।
- (৬) হে গৃহপতিগণ, পঞ্চমত : শীলবানগণ শীল পালন দ্বারা দেহ ত্যাগের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। ইহা শীলবানদের পঞ্চম পুরস্কার। হে গৃহপতিগণ, শীলবানেরা শীল পালন জনিত এই পাঁচটি ফল লাভ করিয়া থাকেন। এই শীল রত্ন ইহ-পারত্রিক উভয় লোকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া অস্তিমে পরম শান্তিপ্রদ নির্বান প্রাপ্ত করায়।

পরম পূজনীয় অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্ডের সংক্ষিপ্ত হিত উপদেশ

- যারা কাপুরুষ, হীনবীর্য তারা মারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না। (বনভন্ডে)
- তোমরা বুদ্ধের শাসনকে গভীরভাবে মানবে বিশ্বাস করবে। (বনভন্ডে)
- যেই ভিক্ষুর ধ্যান নেই জ্ঞান নেই সেই ভিক্ষু দুঃখ পাবেই। (বনভন্ডে)
- লোকসত্ত্ব ধর্মে অবিদ্যা নেই, তৃষ্ণা নেই, উপাদান নেই, ভব নেই। (বনভন্ডে)
- বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে হলে প্রয়োজন গভীর জ্ঞান শক্তি। (বনভন্ডে)
- চিন্তের মধ্যে সত্যজ্ঞান বিদ্যমান থাকলে শীল প্রতিপালন করা যায়। (বনভন্ডে)
- মিথ্যা আকৃষ্ট চিন্তা দুঃখ অমঙ্গল বিপদ ডেকে নিয়ে আনে। (বনভন্ডে)
- নিজ আচরণ করে তবেই পরকে আচরণ করতে উপদেশ দিবে। (বনভন্ডে)
- ভোগ করলে চিন্তের মধ্যে মার অবস্থান করে। (বনভন্ডে)
- মার্গ ফল নির্বাণকে মার বিশ্বাস করে না। (বনভন্ডে)
- নির্বাণ ব্যতীত জগতের সমস্ত কিছুই দুঃখ। (বনভন্ডে)
- সাধারণ মানুষ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করতে পারে না। (বনভন্ডে)
- জ্ঞানী ব্যক্তির কখনো পাপকর্ম সম্পাদন করে না। (বনভন্ডে)

- তোমরা প্রত্যেকে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হও। (বনভণ্ডে)
- সুখ ভোগ না করলে মার থাকতে পারে না। (বনভণ্ডে)
- মার রাজ্যের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। (বনভণ্ডে)
- নির্বাণ উপলব্ধি করতে হলে তোমাদেরকে মার জয় করতে হবে। (বনভণ্ডে)
- তোমরা সাধারণ, অধীন হয়ে পড়ে থাকবে না। (বনভণ্ডে)
- ভিক্ষু শ্রামনের পক্ষে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত নয়। (বনভণ্ডে)
- বিনামূল্যেই নির্বাণ সুখ লাভ হয়। (বনভণ্ডে)
- শাস্ত্রজ্ঞানে, মার্গজ্ঞানে, মান দর্প দেখলে বুকের শাসনকে কুটঘাত করা হয়। (বনভণ্ডে)
- তোমরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অনুশীলন করবে। (বনভণ্ডে)
- তোমরা পঞ্চস্কন্ধে উদয় বিলয় দর্শন করে অবস্থান কর। (বনভণ্ডে)
- পাপের প্রতি লজ্জা, ভয় থাকলে শীল পালন করা যায়। (বনভণ্ডে)
- চিত্ত মারসৈন্য দ্বারা প্রভাবিত হলে শীল প্রতিপালন করা যায় না। (বনভণ্ডে)
- তোমরা বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্বাস করলে, মেনে চললে সুখী হতে পারবে। (বনভণ্ডে)
- প্রকৃত বৌদ্ধরা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হতে পারে না। (বনভণ্ডে)
- সংকায় দৃষ্টি, উচ্ছেদ দৃষ্টি, শ্বাশত দৃষ্টি, অক্রিয় দৃষ্টি মহাপাপ। (বনভণ্ডে)
- আন্দাজের উপর নির্ভর করে বৌদ্ধধর্ম বুঝা যায় না। (বনভণ্ডে)
- জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে নির্বাণ উপলব্ধি হয় না। (বনভণ্ডে)
- বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করলে অধোপতনে যেতে হয় না। (বনভণ্ডে)
- পুন্যকর্মের ফল কখনো বৃথা যায় না। (বনভণ্ডে)
- মিথ্যাদৃষ্টি যত দোষ ও অকুশলের মূল। (বনভণ্ডে)

- প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর বলে কোথাও কেহ নেই। (বনভন্তে)
- আজকাল প্রায় মানুষই দুষ্কৃতিকর্মে জড়িত। (বনভন্তে)
- সংযম আচরণ ও আত্মজয়ে নির্বাণ লাভ হয়। (বনভন্তে)
- শীলবানের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ লাভ সুনিশ্চিত। (বনভন্তে)
- বুদ্ধের সাক্ষাৎ ও সঙ্কর্ম লাভে সচেষ্ট থাক। (বনভন্তে)
- অপরিষ্কার চিন্তা পাপেতে রমিত হয়। (বনভন্তে)
- জ্ঞানই সকল প্রকার সুখের মূল। (বনভন্তে)
- তোমরা বুদ্ধের ভিতরে অবস্থান কর। (বনভন্তে)
- সাধারণের নিন্দা প্রশংসায় কোন মূল্য নেই। (বনভন্তে)
- নির্বানের মন, নির্বানের চিন্তা হয়ে অবস্থান কর। (বনভন্তে)
- অতীতের পাপ ও বর্তমানের পাপে বিন্দুমাত্রও সুখ লাভ হয় না। (বনভন্তে)
- ষড়ইন্দ্রিয়কে দমন করতে অসমর্থ হলে দুঃখ পেতে হয়। (বনভন্তে)
- জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে সুখ লাভ হবে। (বনভন্তে)
- তোমরা আমার ভূবনে অবস্থান কর। (বনভন্তে)
- হায়রে পাপমতি মার ঘাড়ে চাপে যার, বিবেক বুদ্ধি চিন্তা শুদ্ধি যেসব ছেড়ে যায়রে তার। খাঁটি সোনা মাটি হয়, তার সুস্বাদৃষ্টিতে। (বনভন্তে)
- তোমাদেরকে নিম্নগামী ও পরিহানীর হাত থেকে রক্ষা করাই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। (বনভন্তে)
- মনকে শুদ্ধ করতে না পারলে বাইরের আচরণে কিবা ফল হবে। (বনভন্তে)
- নিজের কতটুকু জ্ঞান উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে আত্ম পরীক্ষক হয়ে অবস্থান কর। (বনভন্তে)
- জ্ঞানী ব্যক্তির কখনো অন্যায়, অপরাধ, ভুল গলদ করে না। (বনভন্তে)
- বৌদ্ধধর্মের দয়ার শত্রু মিত্র ভেদাভেদ থাকতে পারে না। (বনভন্তে)

- জ্ঞানের বল কুশলের বল থাকলে সুখ লাভ হয়। (বনভন্তে)
- দুঃচরিত্র, দুঃশীল, খল ব্যক্তিদেরকে সভয়ে বিচরণ করবে। (বনভন্তে)
- যার চিত্তের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যভাব উদয় হয় সে ব্যক্তি ভাগ্যবান। (বনভন্তে)
- তোমরা দুঃখ পেলেও অপরের অনিষ্ট কামনা করবে না। (বনভন্তে)
- তোমরা প্রত্যেকে ভূলপথ পরিহার করে ঠিক পথে এগিয়ে চল। (বনভন্তে)
- জ্ঞান, সত্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সুখ অর্জিত হয় না। (বনভন্তে)
- অপরজনেরা মূর্খ হলেও তোমরা পণ্ডিত হবে। (বনভন্তে)
- তোমরা সর্বদা চারিস্মৃতি প্রস্থান ভাবনা অনুশীলন কর। (বনভন্তে)
- প্রবৃজিতদের শিক্ষা হল, রমনীদেরকে বিশ্বাস না করা। (বনভন্তে)
- তোমরা সোনা হয়ে যাও, লৌহ হয়ে পড়ে থাকবে না। (বনভন্তে)
- তোমরা পোকায় খাওয়া, টক আম খাবে না। (বনভন্তে)
- ভিক্ষুদের প্রকৃত আবাসস্থল হল, গভীর অরন্যে পাছতলা, বাঁশতলা। (বনভন্তে)
- লৌকিক সুখের মধ্যে সুখও থাকে, দুঃখও থাকে। (বনভন্তে)
- শক্তি ছাড়া কোন কাজে সফলকাম হওয়া যায় না। (বনভন্তে)
- অবিদ্যা হতে যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি। (বনভন্তে)
- তোমরা উচ্চতর সাধনা কর, হীন সাধনা করবে না। (বনভন্তে)
- তোমরা মারের পক্ষপাতি না হয়ে বুদ্ধের পক্ষপাতি হও। (বনভন্তে)
- অজ্ঞানী না হয়ে জ্ঞানী এবং মিথ্যা ত্যাগ করে সত্যের সহিত অবস্থান কর। (বনভন্তে)
- ভোগই দুঃখ ত্যাগই সুখ। (বনভন্তে)
- ভোগের দ্বারা কখনো প্রকৃত সুখ লাভ হয় না। (বনভন্তে)

- অকুশলকর্ম সম্পাদন করলে মার খুশী হয়। (বনভস্তু)
- জ্ঞান, বুদ্ধি, কৌশলের সহিত চললে শ্রীবৃদ্ধি হবে। (বনভস্তু)
- কর্মই সন্তুগণের পরম বন্ধু ও ঘোরতর শত্রু। (বনভস্তু)
- মার জয় ও মার রাজ্য অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করতে হয়। (বনভস্তু)
- নির্বাণ গমন পথে মার বিবিধ অন্তরায়, বাঁধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেয়। (বনভস্তু)
- তোমরা এম.এ পাশরূপ অর্হৎ লাভ করতে সচেষ্ট হও। (বনভস্তু)
- তোমরা নির্বাণ রাজ্যের ভিসা প্রস্তুত করা। (বনভস্তু)

(সংগৃহিত)

ধর্ম পথর কথা কল্পরঞ্জন চাকমা (ফুটোছড়ি)

বেঝ গরি পোজতে পান পাবি মানুঝ আগন যারা,
 এই জিংগানিস্তন মরিনেই গেলে গোই তারা ।
 নিজে গরিয়ে পাবকামানি তারা ঈদত গরি
 সাংঘাদিঘ দুঘ পান্দোই চের নরগদ পরি ।
 পূণ্য গরিয়ে মানুঝচুনে তারা আমিক্ষণ হুঝি মনে
 এই জন্নাদ বা 'উজ্জনা'দ' যিস্তদ থান তারা যেনে ।
 আঝি হুঝি মনে নিত্য দিন গঙান
 আগ জন্নাদ গরি এ্যাঝ্চ্যা পেনে সেই পূণ্যফলান ।
 এই জিংগানীদ মনর দুঘ আর পান্দোই পরকালে
 উনো নেইয়্যা দুঘ পান্দোই মানুঝ পাবার কামানি গরি গেলে ।
 কিস্ত্যাই পাবর কামানি গরিলুঙ চোঘো পানি ফেলে ফেলে আবিলিঝ গরন
 পাব গঙ্জ্যা কামানি ভাবি ভাবি বারি দুঘে গুজুরি গুজুরি কানন ।
 তারা পান জিংগানীদ সুঘ পূণ্য কাম গরন যারা
 বাজি থাদোক মরি যাদোক যে কুলোদ জন্না লন্দোই তারা ।
 মুইদ: ভারি পূণ্য গঙ্জ্যাং সিয়ানি ঈদত তুলিন্যায়
 দিনে রেদে আনন্দ পান দেব কুলে ব্রহ্মা কুলে যেন্যায় ।
 রাগ কস্তুরী ইংঝে নিন্দা ভুলিন্যায় বেগ পাবর কামানি
 মৈত্রী মনে আমিক্ষণ তারা গঙে যান জিংগানী ।
 সংসারদ ক:ন: কিজ্জুলোই পালং 'ন' অন তারা
 জ্ঞানী পন্ডি ওই তৃষ্ণা ক্ষয় গরিনে নির্বানদ যান তারা ।
 পানিদস্তন তুল্যা কাঝ য্যান রাঘেলে যুনি 'মৃ' 'ড' কুলদ
 ফালন্ধ্যা ধরন সে মাঝে য়েবাস্ত্যা আর: পানি মূরদ ।

মানব্‌চ্যর মনান সেধকক্যান ভবসংসার ছাড়ি যেবার 'ন' চায়
মানে কুলোদ উনো নেইয়া দুখ, পেনে পে তোও ঘুরিফিরি থেবার চায় ।

লাড়ে গ-ড় মারর রাজালোই জ্ঞানর আস্ত্যার ধরি,
কাড়ি নেযেয় 'ন' পারে য্যান পারি লাড়েদ জয় গরি ।

গমে দালেন রাঘ: পেইয়া ধন আনিক্ষন ভারি যত্নে

মাস্তল 'ন' অহ্‌ পারা বেগে সজাগ থাঘ সঙ্গে ।

মা, বাব আর: ইস্তকুদুম্ম যেদক ভালেদ গরি থান

সিধন্তুন বেঝ ভালেদ গরে আমানর সত্যয়ান ।

ফুলর সান্ন্যা যারা দোল দেখন ভোগোরে

সে মানুঝ ডাগি ডাগি আনন নিজর দুঘরে ।

মনর আওজ 'ন' ভরদে ইল 'ন' অয়্যা গরি

মরনানে নেযায়গোই সিউনরে ধরি ।

পরর দুঝ গুন 'ন' তোগেইনে আমনরে ত: গ:

পরে যিয়ান গরিবাগ গোরোদোগ চুবে চাবে থাঘ: ।

মুই নিজে কি গরঙর সিওদ রাগ: চোঁঘ

আমনরে ঠিগ রাঘ যিয়ান অব ওগ ।

ফুলর সরা বানেই পারে ফুল তুলিন্যায় গাঝন্তুন

মনানও পুন্য সরা বানে পারে গরিয়া পুন্য কামন্তুন ।

মানেয় জনম পেয়ে যেককেনে ওললিব কিন্তুই 'ন' গজজ্য

পাবপানরে ত্যাগ গরি পুন্য কামান 'ন' ইজ্জ্য ।

এই পিখিমীদ আমনর সান বা সিধন্তুন গম

সঙসমার লাভ গরিলে অয়দে আর উত্তম ।

লাঘদ 'ন' পেলো গম সঙসমার থাগ গায় গায়

পাব 'ন' গরিলে সুঘে থেক মূর্ঘ সমার যনি লঘে ন থায় ।

মন্তুন আগন পো ঝি সম্বদ আর: ঘরবাড়ি

উজ নেই মানব্‌চ্যা দুঘ পান সে চিদানি গরি ।

আমনর কেয়্যা আমনর নয় কি পো ঝি?

ধন সম্বদ কি গরিবা যেক্কে যেবা মরি ।

মর নিজন্তুন অজ্ঞান অয়ে সিয়ান যে খবর পায়,

সিয়ানি ভাবি তে পন্ডিদ অয়নে অতাল জ্ঞান লাভ গরি থায় ।

যে মানুঝ নিজরে নিজে পন্ডিদ আর: অহংগার গরন

সিউনর সান মূর্গ মানুঝ পিখিমীদ নেই কিতুই জন ।

বজং বুদ্ধিয়ে মূর্ঘউনে পাবর কাম গরি

নিজর শতুর নিজে অয় পাব পানিলোই সমার জুড়ি ।

যে কাম গরি মনর দুঘ 'ন' অয় কন- কালে

হুঝি মনে জিংগানী যায় সে কামর ফলে ।

গমে গড় সে কামানি নেই আলঝি গরি,

পহর পদ

মিতালী চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

এ্যাঝ এ্যাঝ বেগে এ্যাঝ

এঝ বেগে পহর পধদ্,

ও মানেই বেগে তুমি

'ন' থেয়ো আর আঙ্কার পধদ্ ।

চিগোন দাঙর, গুড়া বুড়া

পহর পধদ এ্যাঝ বেগে তুমি,

বজং কাজর ধোয় ফেলেয়

সত্য পধে আদি বেগে আমি ।

শীলবান, পূণ্যবান ওই প্রজ্ঞাবান

ধোয় ফেলেয় ঘ্যারেং বান্গা মন,

ঈংঝে পিজুম ন গরিবং

বেগ পরানবলারে আমি কন জন ।
 দয়ে গরিবং বেগ পরান বলা
 ন মাবিবং কন জনে ,
 তিনরত্নরে পূজিবং বেগে আমি
 অতাল হুঝি শ্রদ্ধা মনে ।

দান ধর্ম পূন্য কাম
 ন ইরিবং দুঘ পেই যেদক,
 পূণ্য কাম গরি সুঘ পেবং
 জিংগানিদ পেবং পহর পধ ।

পূণ্য গর

মায়না চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর
 ল বেগে নাঙ,
 সময় কারর নেই আমার
 গর বেগে পূন্য কাম ।
 বজং হাজর যেদক আগে
 ধোয় ফেল মনতুন,
 সত্য পথে আদিলে
 বেগে সরান অবং দুঘতুন ।
 এই পিখিমীদ জন্ম লোয়ে
 কারর নেই সুঘ,
 চিগোন দাঙর বেগ পরানবলা
 বেগে পের দুঘ ।
 দ্বি-দিন্যা এই জিংগানীদ

রেজারেজি হোলহজ্জা কিস্তা আমার,
 ঈংঝে পিজুম বেগ ভুলিনে
 স্বর্গ বানেই এই দুঘোর সংসার ।
 লোভ ঈংঝে ইরিনে
 ন গরিবং পাবর কাম,
 আর্থ্য পধে আদিনে পূন্য কাম গরিনে
 বেগে পেবং সুঘকান ।

পেবং বানা দুঘ
 প্রিয় জ্যোতি চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)
 দরঃমঃ ওই বেগ্‌কুন
 এগ জদং ওইন্যা,
 কাররে রেজারেজি ন গরিবং
 সত্য পধে আদিনে ।
 স্বকর্ময়ান টিগি রাগেবাস্ত্যা
 ও জ্জাদি বাব ভেই,
 এ্যাঝ ঠিয়-গি সত্য পধদ্
 বুগ অজল গরিন্যা ।
 আজার আজার বচর গেল
 পরর ধর্ম গরিনে,
 ধর্ম নাঙে গরির পাব
 স্বকর্ময়ান ইরিনে ।
 পরর ধর্ম পরর কামদ
 নেই কন সুঘ,
 স্বকর্ময়ান ইরি থেলে
 ঘুরিফিরি পেবং বানা দুঘ ।

কাম

মেনশন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

নানান জনে নানান কাম গরি
 পন্তিদিন বেগে আমি,
 নিজোধর্ম আর পরর ধর্ম
 দিনবানে গজ্জা আমা সেই কামানি ।
 এগ দিনও জিরেন নেই
 কাম 'ন' থায় পারা,
 কামান ইরিলে বেগে
 অবং আমি পরান আরা ।
 কেয়াদ পরান বাজে রাখেবাস্তা
 আমি কাম গরি পেই,
 কনে কী কাম গরি দিনবানে
 কারর হিবেব নেই ।
 নানান জনে নানান কাম
 দিনবানে গন্তন,
 কিয়ে ভুল কিয়ে ঠিগ
 কিয়ে বানা যাদন এ্যাতন ।
 নিজোর কাম গরিয়ে কম
 পরর কাম বানা গরি যের,
 পরর কাম গরদে জিংগানীয়ান
 কুধুয়ার কিন্তই খবর 'ন' পের ।
 পিখিমীদ জন্ম লোইয়ে
 পরানবলা আমি বেগকুন,

পরর কামবোই লড়ুপড়ু গরি
 আগি বেগ পরানবলাউন ।
 পরর কাম গরদে গরদে
 ভুলি থেয় নিজর কাম,
 ম্যায়ে জালদ্ বাজিনে
 আরেয় নিজর কাম ।
 ভব সংসারদ জন্ম লদন
 আর যাদন মরি,
 পরর কামবোই জিংকানী গেল
 তারার গদা জন্ম ভরি ।
 নিজর কামান গরি
 ‘ন’ পারদন ভব সংসারদ,
 নিজর কাম গরিবার পধতান
 তোগে ‘ন’ পাদন দুঘো সাগরদ ।
 উনো নেইয়া দুঘ সীমা নেইয়া দুঘ
 পিথিমীদ মনোস্তর জিংগানী,
 ঈংঝে পিত্তুম রেজারেজী অজ্ঞানে
 ঢাগি আগে বেগকানী ।
 বেলানরে য্যান ঢাগি থায়
 কালা মেঘর চাগা,
 আন্ধার রাঘায় পিছিমীয়ান
 চেরোকুল চেরোপালা গদা ।
 বেলর ছদগ য্যান মেঘ চাগা ছিড়ি
 পিছিমীর ত্র্যায় ‘ন’ পারে ;
 সেদক্যান অজ্ঞানানে নিজর কাম

গরিবাস্তা 'ন' চায় পরর কাম 'ন' ইরে ।

অজ্ঞানে পরর কামানি

নিজর কাম মনে গরে,

নিজর কাম বাদ দিনে সিদ্‌ত্যাই

অজ্ঞান মনানি পরর কাম 'ন' ছাড়ে ।

পরর কামান ত্যাগ গজ্ঞান

জ্ঞানী পন্ডি জন,

জীবন যোক পরান যোক

জ্ঞানী পন্ডিদে নিজর কাম 'ন' ইরন ।

অজ্ঞানীয়ে পরর কামবোই

লুড়পুড় গরি থান,

পিখিমীদ জন্ম লন আর মরন

ঘুরিফিরি দুঘকান পান ।

জন্ম দুঘ জ্বরা দুঘ গিরে দুঘ

মরন দুঘ ইরি,

জ্ঞানী পন্ডি বেগ তৃষ্ণা

ক্ষয় গরিনে যান্দোই তুরি ।

নিজো কাম পরোয়ার কাম

জ্ঞানী পন্ডিদে চিনন,

অজ্ঞানীয়ে পরর কামানি

নিজর কাম মনে গরন ।

লোভ ঈংঝেয়ানি 'ন' ইরের

অজ্ঞান মানব্‌চ্যরে,

দুঘকান দেয় আমিক্ষন

মুজ্‌গে রাঘে সুঘর আঝানরে ।

ভুল গলদ অন্যায়

কি 'ন' গরদন অজ্ঞানী জন,

পিখিমীদ নেইদে দুঘকানি

ডাগি ডাগি আনদন ।

অজ্ঞানী মানুঝ নিজে সুঘ 'ন' পান

পররে ও 'ন' দোন সুঘ,

নিজে দুঘদ্ ভুগন

পররে ও দোন দুঘ ।

অজ্ঞান আগে মানঝ্যার মনদ

হেঙ্ক্যান গরি খবর পানা,

অজ্ঞানী জনরে মানঝ্যার সাগরতুন

কেনে চিনি লনা?

মুই কি গরিম, কধু যেম, কধু থেম?

যার মনদ জাগন দেয়,

অজ্ঞান আগে জ্ঞানি পারিবা

এগা মনে ভাবিলে নিশ্চয় ।

অজ্ঞানী জন গমানরে বজং বজংয়ানরে গম

গম বজং তে 'ন' চিনে,

আন্দাজে গরন কাম

মুজঙত পেনে ।

গম অবো কি বজং অবো

অজ্ঞান মানেই খবর 'ন' পান,

আন্দাজে বান্দাজে ধর্ম বিলি

পাব্পান গরি যান ।

ভগবান বুঝ কয়ে অজ্ঞানী মূর্খ জন

উন্দুর উইপুগোর স্যান

ক্ষতি সারা উপকার গরি 'ন' পারন

উন্দুর উই পুগ যেকক্যান।

খল নরাধম অকৃতজ্ঞ

যেদক মানে আগন,

আদাম, দেঝ, জাদ

তারাই নাঝ গরন।

রাগগুমুজ্জ্যা তারার মনানি

দিন রেদ আমিক্ষণ থায়,

পরভালেদি জাদ ভালেদি

তারার মনানি হোস 'ন' পায়।

অজ্ঞান মানেই আমিক্ষণ

সুযোগ তোগে থান,

সুযোগ পেলে তারা

ভালেদি জনরে ক্ষতি গরি যান।

লোভ ঈংঝে আমিক্ষন

মনদ পূজি রাঘান,

ঘুমপ্রিয় আলঝি ওই

জিংকানী গঙে যান।

জুয়া পাঝা খেলন রেদ দিন

আর পর পাগলন্ম্যা অন,

নানান নেঝা জিনিজ খান

আর চুর ডাগিদ গরন,

পরান বলারে অত্যাচার গরন

আর মারে ফেলান,

দয়া 'ন' গরন নিজর পরান সারা

অন্য কারর পরান ।

সুশীলশ্রামন ব্রাহ্মনরে তারা ঈংঝে গরন

দুঃশীল শ্রামন ব্রাহ্মনরে পূজন,

বুড়ো বুড়ি মা বাবরে গরন এলাফেলা

অলক্ষী জনরে তারা সেবন ।

ধর্ম গরণ নানান পরানবলা ঢালি দিনে

দুঃশীল বড় জনর কথা ধরি,

ধর্ম বিলি পাব্‌পান গরি যান

গদা জনম ভরি ।

ত্রিরত্নরে সেবা পূজো গরিয়েরে

মানা তারা গরন,

ধার্মিগ মানঝ্যারে পাবর পদে নেয়েই

তারার সমার গরন ।

এধকক্যান অজ্ঞান মানেই

অধেপধে যান ভগবানে কয়ে,

অজ্ঞানত্বন মুক্তি পেবাস্ত্যা

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গর পথস্তান দেখে দিয়ে ।

মুক্তি পায় বেগ দুঘত্বন

সে পথে আদিলে,

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর

শরনদ আমিজো খেলে ।

পন্ডিদ জ্ঞানী ওই পারন

অজ্ঞানী মূর্খজন,

যুনি গৈয় যান

বুদ্ধ ধৰ্ম সংঘৰ গুনকিৰ্তন ।

এয়াৰ এয়াৰ বাব ভেই মা বোন লগ

এয়াৰ বেগে তুমি,

আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গৰ পথতান ধৰিনে

দুঘৰ সংসার পাৰ ওই বেগে আমি ।

যেদক আগে অজ্ঞান অকুৰল কাম

বেগ আমি ত্যাগ গৰি,

বুদ্ধ ধৰ্ম সংঘৰে পূজিনে

যেই বেগে তুৰি ।

দান শীল ভাবনা

আমি বেগে গৰিবং,

নিজৰকামান গৰি আমি

বেগে নিৰ্বানদ যেবং ।

ঈংঝেকারী

মেরিন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

দোঝ জন্মাদে ঘেঝ লগে আমিঙ্কণ,

দেঝে ধংস গরে নিজর পরর জীবন ।

হিতসুঘোদ বিপদদ ফেলেবার চায় রাগথুমজ্জ্যা জন,

পরর সুঘোদ সুঘ 'ন' পায় তার মন এ্যাগ হাঙ্কন ।

কালাজ্যামুরোর সাবর স্যান মনান সজি উচে আমিঙ্কন তার,

সুগুঙ 'ন' লাগে রাজার সিংহাঝন আর ।

পেদদ্ 'ন' যায় ভাদ চোঁঘোদ ন এ্যাঝে ঘুম

যেদক্ষন পর্যন্ত ভালেদী জনর ভালেদ গরি 'ন' পারে থুম ।

ভালেদর কানা টিবে দিবো কেনে চিদে বানা তার,

চেঝটা গরে আমিঙ্কন মনে মনে বারেবার ।

সুযোগ তোগে তোগে থায় তে আমিঙ্কন,

জলন্মাদ ওই খুন গরে ভালেদি জনর জীবন ।

পাঁজ আন্তরিগ কাম দেঝ হেতু অয়,

যেদক কুকাম আগে ঘেঝে গরে জয় ।

ঈংঝেয়ান কুকামান মনদ আমিঙ্কন পুজা গরে ,

কুকামে সিন্ত্যাই কেয়ান ও তার আমিঙ্কন লরে চরে ।

লোভপানরে মনদ পুজি ধংস গরে জীবন,

ঈংঝে জনে ডাগি ডাগি আনে নিজোর জীবন ।

ঈংঝে জন উন্দুর উইপুগোর স্যান ক্ষদি সারা উপেকার গরি 'ন' পারন

পিখিমীর বেগ দুঘকানি ঈংঝে জনে ডাগি ডাগি আনন ।

নিজে সুঘ 'ন' পান তারা পররেও সুখ দিবার 'ন' চান

নিজর দুঝ কনদিন 'ন' দেঘন দেঘন বানা পরর দুঝ্চান ।

পরনিন্দে পরর অসুঘ আর বিপদ গরি দোন কামনা ,

কেনে বিপদদ্ ফেলেবাগ থান আমিক্ষন সে চেতনা ।
 পরর ধন পরর সমদ সত্যবাদী ওইনে জুরন
 সে ধন সম্পদ কাড়ি লোই নিজোর সার্থগ গরন ।
 ম্যায়ে দয়ে দেঘান কদগ কলস্ন্যান মিত্র স্যান গরি
 খল নরাধম ঈংঝে জন কুঝলে নেঘান ধন সমদ বেগ কাড়ি ।
 সাধু হলান গম হলান খল নরাধম ঈংঝে জন
 কুকাম কুবুদ্ধি সারা নেই তারার গম মন ।
 ঈংঝে জনে ভালোদি জনরে পধে পধে নাঝ গরন
 ধর্ম পূণ্য কামদ তারা বেগরে মানা গরন ।
 সুশীল শ্রমন ঠায়ুর থেয় 'ন' পারন ঈংঝেকারীর অত্যাচারে
 ধর্ম পূন্য তারা নিজে 'ন' গরন গরিবাস্ত্যা 'ন' দোন পররে ।
 ঈংঝেয় ঘ্যারেং ভান্ন্যা ঈংঝেকারীর মন
 ইহকালে সুঘী অলেও সুঘ 'ন' পান পরকালর জীবন ।
 মরানার সময় সীমা নেইয়্যা দুঘ তারা ভোগী পান
 মরানার লগে লগে তারা চের ওমা নরগদ্ যান ।
 মানেই কুলোদ জন্মলেও তারা বারি নেইয়্যা ঘরদ জন্মান
 গদা জিংগানী পরর দাজাখেই দুঘে দুঘে মরি যান ।
 যেদক আগন পিখিমীদ ঈংঝেকারী জন
 সময় থাগদে তুমি বোদলি ফেল মন
 সত্যর পধতান তোঘে 'ল' নিজর কাম গরিল সময় থাকদে
 বেলাতামা অলে তোঘেলেও পেদানয় দুর্লব মানেই জন্মায়ান আরেলে ।

ধোয় ফেলেই মনত্বন সোনাবি চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

বেগে মিলি শীল পালেই
পূণ্য কাম গরি এগামনে,
আর্য্য পধ ধরি আদি
চিগন দাঙর বেগ্ জনে।
দানশীল ভাবনা গরি
ন গরিনে পাবর কাম,
পহুর পধদ য়েবাস্ত্য
গরি বেগে পূন্য কাম।
অর্য্য পধ ধরি আদিলে আমি
ন পেবং কন দুঘ,
বুদ্ধ ধর্ম সংঘর শরনদ থেলে
পেবং বেগে সুঘ।
লোভ ঈংঝে ইরিনে
ন গরিনে কন পিজুম,
মৈত্রী গরি বেগ পরানবলারে
বজং কাজর ধোয় ফেলেই মনত্বন।

অমর কথা

বিপন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

বনভন্তের অমর কথা
 মানি চলিবং আমি বেগে,
 দুঘর জিংগানীদ যে মন দুঘর স্যান
 লোভ ঈংঝে অজ্ঞানে ঢাগে ।
 আন্দল দিবার কয়ে ভন্তে সে মন
 বুঝে দিয়ে সে স্যান,
 লাজেবার দোরেরবার কয়ে ভন্তে
 ঈংঝে পিরুম পাবপান ।
 পরান বলা ন মারানা
 চুর দেঙ ইরিবার,
 বেশ্যাঘিরি ন গরানা
 মিঝে কথা ন কবার ।
 মাস্তল জিনিঝ বেগকানি ইরি
 সত্য পথ ভোগেবার,
 কয়ে ভন্তে বেগরে
 ইরি পারিলে ভব সংসার ।
 ত্যাগ গরিলে সুঘ
 ভোগ গরিলে পায় বানা দুঘ,
 আর্য্য পথে আদিলে
 পায় বেগে নিবান সুখ ।

নমি হে মহান সাধনানন্দ নিবারন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

সার্থক তোমার জন্ম ভণ্ডে
সার্থক তোমার জন্ম,
অবনীর কাননে জন্ম তোমার
চৌদিক যেন সুবাসের গন্ধ ।
এই কাননে তব জন্মের ধক্ষনি
আবার হউক অবনীর মাঝে আগমন,
সর্বজীবের মৈত্রী তবর
জ্বলতে থাকুক প্রদীপ সারাক্ষণ ।
তব করুনায় প্রভু মোরা
অন্ধকারে পেয়েছি প্রদীপ আলো,
এমন প্রদীপ জ্বলন মোদের মাঝে
থাকুক অনন্ত কল্প কল্প ।
হৃদয় ভরে তোয়াক্ষায় আমি
সারাক্ষণই স্মরিলাম,
তুমি মহৎ তুমি অনন্ত জ্ঞানী
একচিন্তে করি শত শত প্রণাম ।
মোদের মাঝে প্রভু তব শায়া
থাকুক কল্প কল্পান্তর,
তুমি ত্যাগী তুমি ধ্যানী
তব মুক্তির পছা ।
তব সেই অমৃত বানী
দিবা নিশিতে শয়নে স্বপনে,

প্রেমহীন হৃদয় কাননে
 মানব প্রেম জীব প্রেম ।
 যাহা ভবে চিরকল্যাণ
 মানব হৃদয়ে কর দান,
 মুছে যাক মোহ কালিমা
 অবসান হোক সকল দন্ড,
 জগত পূজ্য শ্রী কল্যাণমিত্র
 নমি হে মহান সাধনানন্দ ।

হায় হায় দূরগতি
 কবিরন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

আশায় আশায় মানবগন
 ঘুরে বেড়ায় ভবের বন,
 দুঃখ তাদের নির্জন
 লোভ লালসায় সারাক্ষণ ।
 ক্ষমা মৈত্রীর নাই কাজ
 অজ্ঞানে কর্মে রাজ,
 নিষ্ঠুরে জীবন বাস
 হাঁহাঁকার সর্বনাশ ।
 সুখের আশায় দুষ্টমতি
 গুরুজনের উপর ক্ষতি,
 অন্ধকারেই পরিনতি
 হায় হায় দূরগতি ।

হাক্কন্যা জিংগানী
পিংকি চাকমা (ফুটোছড়ি)

থেম মুই তোমা আহমদ এগকো ফুল ওই
ফুল যেগ্ক্যান ফুডন আর ঝড়ন,
থেয় যায় স্মুদিয়ানি মরলগে কথা কোয়
সুঘে দুঘে আমিস্কণ ।
চোঁঘোদ লামিবো ঝড়
ভাঙিবো ঘর,
ওম তোমা পর
ম্যায়ে দিয়ে থুম অবো বেগর ।
ন থেব আঝা
ন থেব স্ববন
গম পানা হোসপানা জীবন ।
পেলাঙ বেয় যেব বুগ
দুঘ বানা দুঘ,
থামে যেব রং তামাঝা
কেয়ান অবো পেজাহজা ।
মাডি কেয়্যা মাডি অবো
আগুনে পুরি অবো ছেই,
আগুন পানি মাডি বৈয়ের ছাড়া
এই কেয়ানদ আর কিচ্ছু নেই ।
নিত্য নয় কন কিঝুচু
অনিত্য বেগ্কানি,
কুজু পাদা পানি সান
আমা এই হক্কন্যা জিংগানী ।

কামর ফল

সবিরতন চাকমা (বেলক্ক আদাম)

মানেয় জিংগানীদ নেই কন সুঘ,

পিখিমীদ জন্মোলে বেগরে জুড়ে দুঘ ।

কামর অধীন মানুঝ কাম গরি পান,

কুকাম আর সুকামে জিংগানী গঙে যান ।

কুকামর ফল অয় সীমে নেইয়্যা দুঘ,

সুকামর ফল অয় সুঘ বানা সুঘ ।

দুর্লভ মানেই জিংগানীদ জন্মোলে যারা গরন এলাফেলা,

দুখশীল ওইনে দয়ে ন গরন কন পরানবালা ।

চুর দেঙ আগে যেদক বজং কাম,

বেশ্যাঘিরি মাস্তল জিনিঝ খেই ঢুলি পরি থান ।

যেদগ আগে কুকাম ন গরন পারা নেই,

কুকামানরে গম সুকামানরে বজং কোয়ন্যাই ।

কুকাম গরিয়ে জন দুঘ পান ভারি গরি,

মরানার লগে লগে চের নরগদ পরি ।

মানেয় কুলোদ এ্যালাে গরিব আর দোল নেইয়া অন,

পরনিন্দে পরদঝা খান আমিঙ্কন ।

সুকাম কুকাম চিনন জ্ঞানী পন্ডিদ জন

সুকামান জ্ঞানী পন্ডিদে ন ইরন ।

দান শীল ভাবনালাই তারা মজি থান

একাল উকাল তারা আমিঙ্কন সুঘ পান ।

স্বর্গদ য়েলে দেবর সুঘ মানেয় কুলোদ রাজর উচ্চ কুলোদ জন্মান,

সত্য ধর্ম পালন করি অতাল সুঘ তারা পান ।

ঈংঝে পিজুম ত্যাগ গরন ঘ্যারেং বান্ন্যা মনস্তুন,

বেগ তৃষ্ণা ক্ষয় গরিনে সরন পান বেগ দুঘস্তুন ।

সন্ধান

রিপন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

মানব জীবন অতি দুঃখের জীবন,
জন্মালে কষ্ট ভোগ করতে হয় এটাই নিয়ম।

ধারা ধামে করিলে জন্ম ধারন,
সদার হবে দুঃখের কারণ।

দুঃখের সনে মানব জীবন,
হিতাহিত কর্মে করেনা গমন।

লোভ, মোহ, সুখ, দুঃখের কারণে,
আসক্ত মন মায়ার বন্ধনে।

ক্ষনিকের সুখে তৃপ্ত মন,
চায় শুধু চায় সারাক্ষণ।

ভোগ বিলাসী মানবগণ খোজে শুধু সুখ,
সুখের সন্ধানে পায় শুধু দুখ।

ত্যাগের সন্ধানে যারা,
আপন আত্মা হারা।

দূর করে সকল মনের ক্লান্তি,
খুজে পায় চির সুখশান্তি।

মার্গজ্ঞান পেনে

এসনি দেওয়ান (মধ্যা বর্মাহড়ি)

ও ভগবান দে মরে দান

তর অতাল জ্ঞান,

বুঝি পারঙ য্যান

তর সত্য ধর্ময়ান।

আর্য্যগনে যেয়োন যে পধ ধরি

মুই ও যেয় পারিদুং সে পধ ধরি।

পরর ধর্ম পরর কাম মুই ত্যাগ গরি পারিদুং,
 স্বধর্ময়ান বুঝি পারিনে উত্তমতুন আর উত্তম ওদুং ।
 ধর্ম নাঙে পাবর কামানি বুঝি পারিদুং সত্য জ্ঞানে,
 জ্ঞানবান পূণ্যবান ওদুং মার্গজ্ঞান পেনে ।

পাঁজ নীদি ভাঙানার কুফল

ঝিনুক চাকমা (বর্মাছড়ি)

যারা এই পিখিমীদ মানে কুলোদ জন্নোনে

পরান বলা মারে ফেলান,

বাদি আয়ু ওইন্যা তারা

মরানার লগে চের নরগদ যান ।

চুর বেশ্যাঘিরি গরি,

যারা জিংগানী গঙে যান ।

গরিব ওইন্যা তারা,

নানান রোগ ভোগ গরিপান ।

মিঝে কথা কোয় কোয়

যারা ফকবাজি গরন,

জন্ম জন্মাস্তরদ সিউনে

নানান দুঘোদ পরন ।

জিংগানীদ যে জন আমিক্ষন

মাস্তল জিনিজ খেয় ঢুলিপুরি থায়,

মরানার পরে সে জন

পাগলঙ নাদরঙ ওইন্যা নানান কুলোদ জন্নায় ।

পিখিমীদ যেদক মানেয় আগন

পাঁজ নীদি ন মানন,

নরগদ পরি দুঘ পান

বিঝ্চেজ ন গরন ।

মরানার আগে রেনি আমি

তারা গজ্জ্যা কামর ফল,

বুঝি পারিবং গমে দালেন

পাঁজ নীদি ভাঙানার কুফল ।

চিঁদে

কেন্টি চাকমা (ফিল্ডি আদাম)

ম্যায়ে জালদ বাজিনে
বেগে আগি দুঘোর সংসারদ,
সুঘ নেই কন পরান বলার
হাক্কল্ল্যা জীবনদ ।
জনম লোর আর মরি যের
কনে কুধু যার ঠিগ নেই,
টেঙা পয়ঝ্যা ধন সম্বদ
যের বেগকানি ফেলেনে ।
কানাকুদির ভর 'ন' থরিবো
যেককোনে এবো মরন কালান,
কেয়ানর কনকিঝচু আর ন থেব
থেব বানা শবশালান ।
আঙনে নেযেব পুরি
বৈয়েরে নেযেব উড়ি,
পানিয়ে নেযেব ভাঝেয়
মাডিয়ে নেযেবো খেয় ।
সেদিন্ল্যা অবো বেগ থুম
আঝা স্ববন যেদক আগে,
গাই এ্যাঝচে গায় যেই পেবং
কিন্তই যেদাক নয় আমনর লগে ।
চিঁদে গরি বেগে আমি
সময়ান থাঘদে,
কি গরিবং ভাবি গরি
লড়িচড়ি পারদে ।

তুরি

সুইন চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

পাব কামানি সারি যেই
পূন্য কামবোই থেয়,
সুঘে থেবার বর মাগি
বুদ্ধ ইদু বেগকুনেয় ।
পূন্য কাম গরিলে
জনম জনম সুঘ পেবং,
পাব কামানি গরিলে
দুঘো আঙনোদ জুলিপুরি মরিবং ।
ও বাব ভেই, মা বোন লক
পাবর কাম বেগে ইরি,
সত্য পধতান ধরিনে
পূন্য কাম গরি ।
ঈংঝে পিজুম ভুলি যায়
রাগ আর: হোলহজ্জ্যা,
পরান বলারে দয়ে গরি
ন দিনে তঝ্চ্যা ।
দানশীল ভাবনা
বেগে আমি গরি,
আর্য্য পধে আদিলে
বেগে যেবং তুরি ।

আমি বড় ভাগ্যবান

মাসিংসা মারমা (ডাবুয়া বেতবুনিয়া)

হে ভগবান
 এই জগতে সবি তব দান,
 তুমি কল্যানশ্রী
 তুমি বড় দয়াবান।
 আজ তব জ্ঞানের রাশি
 জগত করেছে আলোরণ্য,
 তব সেই আলোতে মোর দূর্বল জন্ম
 হয়েছে সার্থক হয়েছে ধন্য।
 তব সেই অমৃত বাণী
 মানব হৃদয়ে দেয় আনি,
 সকল হিংসা নিন্দা ভুলে
 অহিংসার এক মহৎ জাগরনি।
 সেই জাগরনে আজ আমি
 মহান এক পূন্যবান,
 তব কল্লের জন্ম লয়ে
 আমি বড় ভাগ্যবান।

পান তারা সুঘকান

রূপুল চাকমা (ফুটোছড়ি আদাম)

এ্যাক্স বাব ভেই মা বোন লক
 যেই বেগে কিয়ঙদ,
 অকুঝল কামানি ন গরিনে
 বেগে যেই পূন্য কামদ।
 অকুঝল কামবোই খেলে আমি
 বানা পেবং দুঘ,
 অকুঝল বাদ দিনে কুঝল কাম গরিলে
 বেগে পেবং সুঘ।

পরান বলা মারে ফেলানা
 চুর দেঙ বেশ্যাঘিরি গরিলে,
 ভারি গরি দুঘ পায়
 মিঝে কথা আর মদ ভাঙ খেলে।
 যারা ন গরন এই কামানি
 তারা গরন কুঝল কাম,
 বাজি থাদোগ মরি যাদোগ
 পান তারা সুঘকান।

ধর্মীয় গান

কাজলা চাকমা

এই মাটির দেহ একদিন মাটি হবেরে ভাই
 এই রূপের দেহ একদিন পুরে হবেরে ছাই
 আগুন, পানি, মাটি বাতাস ছাড়া
 এই দেহে ঝাঁটি কিছু নাই
 এই দেহের পূজা ছেড়ে, ত্রিশরনের শরন তলে যাই
 ত্রিরত্নের পূজা করিলে দুঃখ মুক্তি পায়।
 যেদিন তুমি থাকবে পরে
 লম্বা হয়ে আপন ঘরে
 আপন বলে থাকবে নারে
 কেউ আর রাখবে নারে
 করবেনা কেউ আদর যত্ন
 থাকবেনা সেদিন রূপের রত্ন
 কাঁদবে শুধু স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সেদিন
 কেউ যাবে না তোমার সঙ্গে
 আগুন দিয়ে পুরবে যেদিন।
 একলায় এসেছো ভবে তুমি যেতে হবে একলায়।

সময় থাকিতে প্রস্তুত হও তুমি
 সময় হারালে আর পাবে না
 যাবার বেলায় পাপ পূন্য সঙ্গী হবে
 আপন দেহ সঙ্গী হবে না
 ধন সম্পদ থাকবে পরে
 যেমন আছে তেমন করে
 কাঁদবে শুধু স্ত্রী পুত্র পিতামাতা সেদিন
 কেউ যাবে না তোমার সঙ্গে ।

ধর্মীয় গান

কল্লরানী চাকমা

বুদ্ধ ধর্ম সংঘর নাঙ
 জুড়ি আগে পিষিমীয়ান
 এই নাঙে বেল্ল্যা বেল্ল্যা ॥
 যে ডাগে গদা জিৎগানীয়ান
 বেগ দুখস্তুন সরান পেয়নে
 যায় তে পরিনির্বান ।
 মানেয় জন্ম দুলভ জন্ম পেয়ে
 ও মানেই আমি বেগে
 এলাফেলা ন গরিনে ॥
 ডাগ: বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে ।
 ত্যাগ গরি আমি পরর কামানি
 গরি বেগে নিজর কাম
 পরর কামর সরান নেই ॥
 ডাগ: বুদ্ধ ধর্ম সংঘরে ।

দাঙর জন্ম মানেয় জন্ম পেয়
পেয়ে আমি বুজ্জোর অঈংঝের ধর্ময়ান
এয়ান্দ সুযুগ আমার ॥
দুঘর সাগর পার অবার ।

ধর্মীয় গান

নিরন চাকমা

সারা জীবন অলস করে
করলাম আমি এই কি ?
যাবার এখন সময় আমার
হলাম বড় দুঃখী
সারা জীবন গেলো হেলায় হেলায়
কিভাবে যাবো কোথায় যাবো
মরি এখন হতাশায় ।
সারা জীবন পাব করে
করলাম আমি এই কি?
যাবার এখন সময় আমার
হলাম বড় দুঃখী
মানব জন্ম দুর্লভ জন্ম
হাজার জনোও পাওয়া দায় ।
শিশুকাল চলে গোলো খেলায় খেলায়
যৌবনকাল চলে গোলো রসের মেলায়
বৃদ্ধকালে এখন আমি মরি
জালায় জালায়
ধর্মপূণ্য কিভাবে করি এমন বেলায় ।

ধর্মীয় গান

সোনাখিত্র চাকমা

কি দিয়া তোরে পূজি

হে মহান করুণাময়

কি দিয়া তোরে পূজি

হে মহান দয়া ময়

মোর কাছে তোমায় পূজিবার

কিছু নাইরে

যাহা আছে তাহা লয়ে

আমি তোমায় পূজিতে আয়রে ।

দুহাতে মোর কিছু নাই

মোর মনে আছে শুধু

তোমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

ভক্তি ভরে প্রভু তোমায় আমি, করি প্রণামী

লও প্রভু মোর প্রার্থনা

আজ হৃদয় ভরে তোমায় পূজিতে আয়রে ।

দুই নয়নে আসে জল

এই কেমন মোর যাতনা

পূজিতে পূজিতে তোমায় আমি

পায় এত করুণা

তব দয়া তব করুণা

ধরনীর কিছুই হয় না তুলনা

তব শায়া তলে এসে

তাই সারাক্ষণ

আজ হৃদয় ভরে তোমায় পূজিতে আয়রে ।

● মুজুঙ কথা—

ফুটোছড়ি হিল ছদগ জুম্ম সংস্কৃতির এগস্তরতুন
আমি আর: মুজুঙে বিঝুবোদ এগকো চিগন
জীংগানীর ম্যাগাজিন সাবে বাস্ত্যাই কাম আদদ
লোইয়ে। সে ম্যাগাজিনোদ যারা ছয়ের, পয়ের,
কধাভাঝ, কধাপজন, পালাহ্ ও পজ্যান লিঘি
পাদেবার চান তারা লিঘি পাদে পারিবাঝ আমা
ইধু, তোমার দোল দোল মদামদ দিলে আমা চিগন
জীংগানীর ম্যাগাজিনো বেঝ দোল গরি সাজেবার
মুজুঙ আগকেয় দিবা। যারা লিঘিনে পাদেবার চান বা
পাদেবাঝ তারা তলে ঠিগিনেদ যোগাযোগ গরি পারিবা।

ফুটোছড়ি হিল ছদগ্ জুম্ম সংস্কৃতির এগস্তরর।
(সভাপতি) বিপন চাকমা, মাটিরাজা ডিগ্রী কলেজ (২য় বর্ষ)
কান ফোন নম্বর : ০১৫৫৪১১৭৪৭০
নিরন চাকমা- ০১৫৫২৯৭৫২৭৭।

শ্রদ্ধাদানের তালিকা

ক্র:নং	দাতার নাম	ঠিকানা	পরিমাণ
০১	সোনামিত্র চাকমা	ফুটোছড়ি আদাম	৭০০
০২	দেব শান্তি চাকমা	"	৫০০
০৩	জ্যোতি শান্তি চাকমা	"	৫০০
০৪	শ্রীমৎ সুরিয়মিত্র ডিঙ্কু	ওগুনোছড়ি বৌদ্ধ বিহার	২০০০
০৫	পিয়জ্যোতি চাকমা	ফুটোছড়ি আদাম	৪০০
০৬	রিপন চাকমা	"	৩২০
০৭	মায়না চাকমা	"	৩০০
০৮	নিরনা চাকমা	"	৩০০
০৯	মায়ারানী চাকমা	"	৩০০
১০	উপাস্ত চাকমা	"	২০০
১১	পরিচন্দ্র চাকমা	"	২০০
১২	সোনাবি চাকমা	"	২০০
১৩	দিপ্তী চাকমা	"	২০০
১৪	অনামিকা চাকমা	"	২০০
১৫	সুমন চাকমা	"	২০০
১৬	মিদুময় চাকমা	"	২০০
১৭	জ্যোতি চাকমা	"	২০০
১৮	সুপেশ চাকমা	"	১৫০
১৯	সোনাকী চাকমা	"	১০০
২০	রোনেল চাকমা	"	১০০
২১	মনিষ্ক চাকমা	"	১০০
২২	কালোবিকাশ চাকমা	উল্টাছড়ি	১০০
২৩	এসনি দেওয়ান ও জুয়েল চাকমা	বর্মাছড়ি-মরমছড়ি	১০৪
২৪	সুমন চাকমা	ফুটোছড়ি আদাম	১০০
২৫	সুইটি চাকমা	"	১০০

২৬	সূর্যমুখী চাকমা	"	১০০
২৭	রমিতে মা	"	১০০
২৮	সুয়োরানী	"	১০০
২৯	নিকোলাস চাকমা	"	১৫০
৩০	রুপেজ চাকমা	"	১০০
৩১	মিতিন চাকমা	"	১০০
৩২	কালন জয় চাকমা	"	১০০
৩৩	দিবি ও পিঙ্কি চাকমা	"	১১৫
৩৪	জনাঞ্জয় চাকমা	"	১০০
৩৫	শান্তনা ও খুশি চাকমা	"	১২০
৩৬	ক্রিনটন চাকমা	"	১০০
৩৭	প্রান্তি চাকমা	"	১০০
৩৮	মেনশন ও মেরিন চাকমা	"	১০০
৩৯	রিটন ও দেবশীষ চাকমা	"	১০০
৪০	বিন্দু চাকমা	"	১০০
৪১	নেইয়া বালা চাকমা	"	১০০
৪২	চিত্রংলতা চাকমা	"	১০০
৪৩	রইমালা চাকমা	"	১০০
৪৪	বিমল চাকমা	"	১০০
৪৫	বাসনা চাকমা	"	১০০
৪৬	এলপি চাকমা	"	১০০
৪৭	লেলিন চাকমা	"	১০০
৪৮	অংলাই মারমা	বিনাজুরি	১০০
৪৯	পলাশ চাকমা	পেকু আদাম	১০০
৫০	প্রিয় দর্শন	"	১০০
৫১	সর্বেশ্বর চাকমা	"	১০০
৫২	ললিত মোহন ও কবিল চাকমা	ফুটোছড়ি আদাম	১০০
৫৩	কেত্রংলতা ও রুমেল চাকমা	"	১০০
৫৪	উষারানী ও ফুলবী চাকমা	"	১০০
৫৫	অমৃত চরণ চাকমা	"	১০০
৫৬	রমিতা চাকমা	"	১০০

৫৭	বিসিতা চাকমা	"	১০০
৫৮	কল্পন চাকমা	"	১০০
৫৯	ৱিশন চাকমা	"	১০০
৬০	প্ৰহুন্দ চাকমা	"	১৫০
৬১	ৱানীবো চাকমা	"	১৫০
৬২	সুৱেশধন চাকমা ও নন্দৱানী চাকমা	"	১০০
৬৩	এলিনা ও অমৱশান্তি চাকমা	"	১০০
৬৪	কল্পৱানী চাকমা	"	২০০
৬৫	কল্পৱজ্ঞন চাকমা	"	২০০
৬৬	প্ৰহুন্দমালা চাকমা	"	১০০
৬৭	ৱিনা চাকমা	"	১০০
৬৮	শান্তিলতা চাকমা	ভাদংছড়া	১০০
৬৯	সুমিতা চাকমা	ফুটোছড়ি আদাম	১০০
৭০	ৱেনুবালা চাকমা	পূৰ্ব শুকনাছড়ি	১২০
৭১	শশি মোহন চাকমা	মৱমছড়ি আদাম	১০০
৭২	বাশিকিস্ত চাকমা	"	১০৫
৭৩	পুৱন পতি চাকমা	"	১০৫

মঙ্গল মোউন সাধনা কুঠিৱদ ২০/০৯/২০১৩ ইং তাৰিখদ নানান আদামজুন পূন্য কামদ
উজ্জৈ এ্যাখ্চে পূন্যবান পূন্যবদিউনৰ নামৰ তালিগে

বেলক্ক আদাম

ক্র:নং	পুৰুষ	ক্র:নং	মহিলা
০১	চিকন চাকমা	০১	সবিনা চাকমা
০২	নিৱনজয় চাকমা	০২	ববিতা চাকমা
০৩	অৰুন জ্যোতি চাকমা	০৩	জনতা চাকমা
০৪	বিউটি চাকমা	০৪	সয়না চাকমা
০৫	ভূজন মনি চাকমা	০৫	ৱিনা চাকমা
০৬	মেঘনাথ চাকমা	০৬	সুপনা চাকমা
০৭	বিমল চাকমা	০৭	ৱিপনা চাকমা
০৮	বিমল কান্তি চাকমা	০৮	নমিতা চাকমা

০৯	সূচিস্ত চাকমা	০৯	মধুমালা চাকমা
১০	শুভাশিষ চাকমা	১০	রত্না চাকমা
১১	শুভাকো চাকমা	১১	বাদী রানী চাকমা
১২	জিসন চাকমা	১২	অনিতা চাকমা
১৩	তুষার চাকমা	১৩	বাসনা চাকমা
১৪	বিমল শান্তি চাকমা	১৪	কালাবি চাকমা
১৫	শশি কুমার চাকমা	১৫	সনালতা চাকমা
১৬	সুন্দর মূনি চাকমা	১৬	মেনকা চাকমা
১৭	শান্তিলাল চাকমা	১৭	মিটিনা চাকমা
১৮	সুজো চাকমা	১৮	অনিতা চাকমা
১৯	বন কুমার চাকমা	১৯	শান্তি রানী চাকমা
২০	বিউল্লো চাকমা	২০	বাদী মিলে চাকমা
২১	বুদ্ধ কুমার চাকমা	২১	রঙগ দেবী চাকমা

কুম্ভৌছড়ি আদাম

ক্র:নং	পুরুষ	ক্র:নং	মহিলা
০১	সুগত চাকমা	০১	গরিকা চাকমা
০২	পরিমল চাকমা	০২	রিনা চাকমা
০৩	রিকেন চাকমা	০৩	নন্দিতা চাকমা
০৪	আয়েসি মারমা	০৪	সুমিতা চাকমা
০৫	সুমন চাকমা	০৫	ইন্দ্রমুখী চাকমা
০৬	প্রমথ চাকমা	০৬	সীতা দেবী চাকমা
০৭	সুইন চাকমা	০৭	দেবী চাকমা
০৮	স্মৃতিময় চাকমা	০৮	সোনাকি চাকমা
০৯	বাশিকিস্তো চাকমা	০৯	নমিতে চাকমা
১০	জ্যোটি শান্তি চাকমা	১০	সন্ধ্যা রানী চাকমা
১১	হেমন্দ্র চাকমা	১১	হনিকা চাকমা
১২	বিন্দু চাকমা	১২	সূর্বনা চাকমা
১৩	প্রাণ কিস্ত চাকমা	১৩	অনামিকা চাকমা
১৪	বিমল চাকমা	১৪	প্রশান্ত মালা চাকমা
১৫	কুশল বিকাশ চাকমা	১৫	যোস্না দেবী চাকমা

১৬	প্রজ্ঞা চাকমা	১৬	সোনালী চাকমা
১৭	জুয়েল চাকমা	১৭	পিভিকি চাকমা
১৮	রূপান্ত চাকমা	১৮	চিকনমিলা চাকমা
১৯	কিরন বিকাশ চাকমা	১৯	অনিমালা চাকমা
২০	মডেল চাকমা	২০	এরেবি চাকমা
২১	ক্রিস্টন চাকমা	২১	চন্দ্রমুখী চাকমা
২২	ল্যাটিন চাকমা	২২	সোনামুখী চাকমা
২৩	প্রদীপ চাকমা	২৩	শান্তনা চাকমা
২৪	শান্তি দেব চাকমা	২৪	পচন্দ মালা চাকমা
২৫	বিপন চাকমা		
২৬	নিরন চাকমা		

কান্দব আদাম

ক্র:নং	পুরুষ	ক্র:নং	মহিলা
০১	সম্প্রতি চাকমা	০১	অঞ্জনা চাকমা
০২	মুক্ত রতন চাকমা	০২	জোসনা দেবী চাকমা
০৩	বিপুল চাকমা	০৩	সোনাবী চাকমা
০৪	যুগেন্দ্র চাকমা	০৪	নিলাদেবী চাকমা
০৫	সুকোমল চাকমা	০৫	ঝিনুক মালা চাকমা
০৬	তরু মোহন চাকমা	০৬	রিনিকা চাকমা
০৭	মেরিন চাকমা	০৭	মিতালী চাকমা
০৮	সুজন্ত চাকমা	০৮	ললিতা চাকমা
০৯	সুফল চাকমা	০৯	মিনু চাকমা
১০	জিসু চাকমা	১০	বিউটি চাকমা
১১	জ্যাকশন চাকমা	১১	সবিরানী চাকমা
১২	সুজন চাকমা	১২	

পেক্ষা আদাম

ক্র:নং	পুরুষ	ক্র:নং	মহিলা
০১	সুরেশ চাকমা	০১	চিদে রানী চাকমা
০২	সত্য কুমার চাকমা	০২	কান্দিমালা চাকমা
০৩	নতুন কুমার চাকমা	০৩	সমিত্রা চাকমা
০৪	সবিলাস চাকমা	০৪	সমরিকা চাকমা
০৫	বুদ্ধোমনি চাকমা	০৫	লক্ষীরানী চাকমা
০৬	রিকন চাকমা	০৬	সজিতা চাকমা
০৭	চিশ্তামনি চাকমা	০৭	রবিলতা চাকমা
০৮	আয়োজ্ঞ ধন চাকমা	০৮	বিনলতা চাকমা
০৯	রুমেল চাকমা	০৯	নবরানী চাকমা
১০	মধুময় চাকমা	১০	সোনালিকা চাকমা
১১	জ্যোতিময় চাকমা	১১	সাধনা চাকমা
১২	সুরেজ চাকমা	১২	দেবরানী চাকমা
১৩	নীতিময় চাকমা	১৩	গুসুর বালা চাকমা
১৪	মঙ্গল কুমার চাকমা	১৪	
১৫	নিলন্দ চাকমা	১৫	

মোনতলা ওগুনোছড়ি আদাম

ক্র:নং	পুরুষ	ক্র:নং	মহিলা
০১	সুজেন্দ্র চাকমা	০১	রেনুবালা চাকমা
০২	সুজান্ত চাকমা	০২	চিকন মিলা চাকমা
		০৩	পূর্ণিমা চাকমা
		০৪	এরিমিলা চাকমা
		০৫	শান্তিমিলা চাকমা
		০৬	যুদ্ধপতি চাকমা
		০৭	সমিলে চাকমা
		০৮	ভূষণ চাকমা
		০৯	চন্দ্রমালা চাকমা
		১০	শঙ্করানী চাকমা
		১১	ফুলরানী চাকমা
		১২	কন্টফি চাকমা
		১৩	চিকনমিলা চাকমা
		১৪	এরোকি চাকমা
		১৫	রাস্তাবি চাকমা
		১৬	নিশি মালা চাকমা
		১৭	সুজন দেবী চাকমা
		১৮	অনুবুতি চাকমা

ডাদং ছড়া আদাম

ক্র:নং	পুরুষ	ক্র:নং	মহিলা
০১	শান্তি চাকমা	০১	রুমাদিবি চাকমা
০২		০২	অনিতা চাকমা
০৩		০৩	শান্তিলতা চাকমা
০৪		০৪	কৃষ্ণদেবী চাকমা
০৫		০৫	সুন্দরানী চাকমা
০৬		০৬	নিত্যসভা চাকমা
০৭		০৭	সাধনমালা চাকমা

০৮		০৮	ৱিতা চাকমা
০৯		০৯	বিনিতা চাকমা
১০		১০	ৰুমতা চাকমা
১১		১১	জেসি চাকমা
১২		১২	সুমনা চাকমা
		১৩	মিতা চাকমা
		১৪	সোনালিকা চাকমা
		১৫	চঞ্চলা চাকমা
		১৬	দেবী চাকমা
		১৭	পদ্মা দেবী চাকমা

সুমন্ত আদাম :

১। শান্তিলতা চাকমা।

মৱাচেদি আদাম :

১। কলপনা চাকমা।

উদ্দেশ্য

ফুটোছড়ি হিল ছদগ্ জুম্ম সংস্কৃতিৰ এগন্তৱৰ উদ্দেশ্যিয়ানি চিগন গৱিনে তুলি

১। শিক্ষা,

২। ধৰ্ম

৩। এগন্তৱ

৪। সংস্কৃতি

৫। চাকমা লেখা শিঘানা 'আ' বিজগ ফুডে তুলনা।

৬। আদামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কাম উন্নয়ন গৱানা।